BRAC JAMES P GRANT SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

HIGHLIGHTS

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জনস্বাস্থ্যের উপেক্ষিত সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে স্যার ফজলে হাসান আবেদ ২০০৪ সালে ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় (ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ) প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং গবেষণার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রকল্প পরিকল্পনায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখে জনস্বাস্থ্যে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলায় এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার সৃজনশীল সমাধান তৈরিতে অবদান রাখতে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ অঙ্গীকারবদ্ধ।

গবেষণা সহযোগী হিসেবে গবেষণা থেকে পাওয়া প্রমাণভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতিমালা তৈরিতে অবদান রাখছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ। বিভিন্ন কমিউনিটিতে ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প থেকে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের মাস্টার অব পাবলিক হেলথের (MPH) শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে বহুমুখী এবং বিচিত্রময় অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ পায়।

গবেষণা সহযোগী

brac

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ সম্পর্কে

এই অঞ্চলের শীর্ষ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি

জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি ২০২০ সালে এই স্বীকৃতি দেয়

পাবলিক হেলথ এডুকেশন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড

সাউথ-ইস্ট এশিয়া পাবলিক হেলথ এডুকেশন ইনস্টিটিউশন্স নেটওয়ার্ক (SEAPHEIN) ২০১৯ সালে এই পুরস্কার প্রদান করে

উদ্ভাবনী জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ২০০৭ সালে এই স্বীকৃতি দেয়

৬৩০
জন গ্র্যাজুয়েট

এ পর্যন্ত ৩৪টি দেশের ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উচ্চশিক্ষার জন্য ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচকে বেছে নিয়েছেন। ১৯টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এখানে পাঠদান করেন। পাশাপাশি রয়েছে ২৪টি শিক্ষা সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

২৫৫+
গবেষণা প্রকল্প

১৫০টির বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে এবং ছয়টি মহাদেশের ২০০টির বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগীর সহায়তায় পরিচালিত

৮৪০+
পিয়ার-রিভিউড আন্তর্জাতিক প্রকাশনা

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের গবেষকরা লেখক এবং সহ-লেখক হিসেবে ৮৪০টির বেশি আন্তর্জাতিক বুক চ্যাপ্টার ও পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল প্রকাশ করেছেন

৩০০+
অনুষ্ঠান যা নীতিমালা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে নীতিমালা প্রনয়ণ ও প্রকল্প পরিকল্পনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ নানা বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে

২৭০+
পেশাগত দক্ষতাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত কোর্স

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের প্রশিক্ষণ হাব থেকে ৩২৫ জনের বেশি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক জনস্বাস্থ্য ও উন্নয়ন পেশায় নিয়োজিত ৭৭০০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারীকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের ডিন সাবিনা ফায়েজ রশীদ যুক্তরাজ্যের লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের (LSTM) বোর্ড অব ট্রাস্টিতে যোগ দিয়েছেন

অধ্যাপক রশীদ স্বনামধন্য এই প্রতিষ্ঠানটির বোর্ড অব ট্রাস্টিতে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক জার্নাল স্প্রিঙ্গার 'উইমেন অ্যান্ড গ্লোবাল হেলথ লিডারশিপ' নামের বইতে প্রফেসর রশীদকে ফিচার করেছে।

ডক্টর মালবিকা সরকার অধ্যাপক হিসেবে আইভি লিগের অন্তর্ভুক্ত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছেন

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের প্রাক্তন সহযোগী ডিন অধ্যাপক মালবিকা সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহেভিয়ারাল অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ইউনিটে যোগদান করেছেন। বর্তমানে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ থেকে ছুটিতে থাকলেও সংযুক্ত অধ্যাপক হিসেবে তিনি মাস্টার অব পাবলিক হেলথের দুইটি কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন।

অধ্যাপক সৈয়দ মাসুদ আহমেদকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ বিজ্ঞানী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে Research.com

Research.com সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান এবং অন্যান্য গবেষণার একটি অন্যতম শীর্ষ প্ল্যাটফর্ম। ২০২২ সালে প্রকাশিত বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় তারা এই তথ্য প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে গবেষণা অনুদান পেয়েছেন অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা

২০২২ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে তিনি এই অনুদান পেয়েছেন। এরই মাধ্যমে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুদান লাভ করলো।

বাছিরা আক্তার ইমার্জিং ভয়েসেস ফব গ্লোবাল হেলথ (EV4GH) ফেলোশিপ পেয়েছেন

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটসের উপ-পরিচালক বাছিরা আক্তার ২০২২ সালে কলম্বিয়ার বোগোটায় অনুষ্ঠিত ইমার্জিং ভয়েসেস ফর গ্লোবাল হেলথের (EV4GH) অষ্টম কিস্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। EV4GH একটি উদ্ভাবনীমূলক মাল্টি-পার্টনার ব্লেন্ডেড প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম যেটি গ্লোবাল সিম্পোজিয়াম অন হেলথ সিস্টেমস রিসার্চের সাথে যুক্ত।

নাহিতুন নাহার হেলথ সিস্টেমস গ্লোবাল থেকে ক্রাউডসোর্সিং কল জিতেছেন

সেন্টার অব এক্সেলেন্স ফর হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজের সহকারী পরিচালক নাহিতুন নাহার এই ক্রাউডসোর্সিং কল জিতেছেন ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ করা দুর্নীতিবিরোধী একটি গবেষণার জন্য। এই গবেষণাটি যুক্তরাজ্যের অ্যান্টি-করাপশন এভিডেন্স কনসোর্শিয়াম (ACE), SOAS এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। ক্রাউডসোর্সিং কলের বিজয়ী হিসেবে তিনি ২০২২ সালে কলম্বিয়ার বোগোটায় অনুষ্ঠিত হেলথ সিস্টেমস রিসার্চ সিম্পোজিয়ামে অনলাইনে প্রেজেন্টেশন দেন।

সহকারী অধ্যাপক মৃত্তিকা বড়ুয়া WHO-TDR এর একটি প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা অনুদান পেয়েছেন

তিনি ১০০,০০০ মার্কিন ডলারের এই গবেষণা প্রকল্পের নেতৃত্ব দেবেন। প্রকল্পটির নাম "Facilitators and barriers of management of multidrug resistant tuberculosis in Bangladesh: An implementation research through gender lens" যেখানে সহযোগী হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি।

সহকারী অধ্যাপক ফারজানা মিশার নেতৃত্বে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (FCDO) থেকে একটি প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা অনুদান পেয়েছেন

কোভিড-১৯ লার্নিং, এভিডেন্স অ্যান্ড রিসার্চ প্রোগ্রাম (CLEAR) একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুদান।

বাংলাদেশে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল হেলথ ল্যান্ডস্কেপকে আরও ভালভাবে অনুধাবন করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পে ১০০,০০০ পাউন্ড অনুদান দেয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে 'Etoiles de l'Europe A' পুরস্কার পেয়েছে আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম SoNAR-Global, যার অন্যতম প্রধান সহযোগী ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাজ্য, উগান্ডা, সেনেগাল, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ - এই ৯টি দেশের ১১টি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম SoNAR-Global। এটির লক্ষ্য সামাজিক বিজ্ঞানের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য একটি টেকসই আন্তর্জাতিক সামাজিক বিজ্ঞান নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং সংক্রামণের ঝুঁকি ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া পরিচালনায় পরিপূরকতা এবং সমন্বয়ের প্রচার করা। সারা বিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞানে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য SoNAR-Global বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করেছে। ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের অধ্যাপক সৈয়দ মাসুদ আহমেদ এবং ডক্টর নাহিতুন নাহার SoNAR-Global এর সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছেন।

এই পুরস্কারের মাধ্যমে ফ্রান্সের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য ইউরোপীয় প্রকল্পের সমন্বয়কদের সম্মানিত করে থাকে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে SoNAR-Global এর সমন্বয়কারী টামারা গিলেস-ভার্নিক প্রকল্পটির পক্ষ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ অনুদান প্রাপ্তি

Climate Adaptation and Climate-Driven Migration in South Asia: Building an International Research Network for Long-Term Impact

ডোনার: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাক্সমি মিত্তাল অ্যান্ড ফ্যামিলি সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউট এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
লিড: **সাবিনা ফায়েজ রশীদ**, অধ্যাপক ও ডিন; **জহিরুল ইসলাম**, সহযোগী অধ্যাপক
ফোকাল: **সামিন নাসার**, রিসার্চ ফেলো

সহযোগী প্রতিষ্ঠান:

- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
- ব্র্যাক সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- ব্র্যাক
- কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (CDRI)
- অল ইন্ডিয়া ডিজাস্টার মিটিগেশন ইন্সটিটিউট (AIDMI), ভারত
- ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, ভারত সরকার
- সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ (CPR), ভারত
- সেলফ এমপ্লয়েড উইমেন্স এসোসিয়েশন (SEWA), ভারত
- সোশাল আলফা

অধ্যাপক রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক ইসলাম এবং সামিন নাসার ২০২৩ সালের মার্চের শেষে ভারতে প্রকল্পটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন

Strengthening Health Systems by Addressing the Agency and Mental Wellbeing of Community Health Workers (CHW): With Government and BRAC

ডোনার: ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার রিসার্চ (NIHR), যুক্তরাজ্য
লিড: **অধ্যাপক সৈয়দ মাসুদ আহমেদ**, পরিচালক, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (COE-HS&UHC); **সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ তানভীর হাসান**, যুগ্ম পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর আর্বান ইকুইটি অ্যান্ড হেলথ (CUEH) এবং **সাবিনা ফায়েজ রশীদ**, অধ্যাপক ও ডিন
ফোকাল: **কাউকাব মাহমুদ**, সিনিয়র রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর; **নাহিতুন নাহার**, সহকারী পরিচালক, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (COE-HS&UHC)

সহযোগী প্রতিষ্ঠান:

- বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
- ব্র্যাক হেলথ, নিউট্রিশন অ্যান্ড পপুলেশন প্রোগ্রাম
- LVCT হেলথ, আফ্রিকান পপুলেশন অ্যান্ড হেলথ রিসার্চ সেন্টার (APHRC), কেনিয়া
- লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, যুক্তরাজ্য

মহামারির প্রস্তুতিতে কমিউনিটি-কেন্দ্রিক সমাধান তৈরিতে বিশ্বমানের সংক্ষিপ্ত কোর্স

ওপেন সোসাইটি ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্কের (OSUN) সদস্য হিসেবে এবং লার্নিং ডিজাইন স্টুডিওর সহযোগীতায় ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ১২টি দেশের অংশগ্রহণকারীদের জন্য কোর্সটি আয়োজন করে। প্রশিক্ষণটি এমনভাবে সাজানো হয়েছিলো যাতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে কোভিড-১৯ বিপর্যয়ের সময় পেশাজীবিরা সহজ ও বাস্তবধর্মী কমিউনিটিভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের (CUNY) যৌথ উদ্যোগে পপুলেশন হেলথ ইনফরম্যাটিক্স বিষয়ক এক্সিকিউটিভ সার্টিফিকেট কোর্স

২০২২ সালে শুরু হওয়া এই সম্মিলিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পপুলেশন হেলথ ইনফরম্যাটিক্স বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেসের (DGHS) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (MIS) এই প্রকল্পের অন্যতম সহযোগী। ওপেন সোসাইটি ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্কের (OSUN) অর্থায়নে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

পপুলেশন হেলথ ইনফরম্যাটিক্সের আঞ্চলিক হাবের উদ্বোধন

একুশ শতকের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জটিল সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য দক্ষ জনস্বাস্থ্য কর্মী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের সাথে যৌথভাবে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ২০২৩ সালে এই হাবের সূচনা করে। পপুলেশন হেলথ ইনফরম্যাটিক্স বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে হাবটি উদ্বোধন করা হয়েছে। এ সম্মেলনে ৭০ জনের বেশি জাতীয় ও আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা: দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক জাহিদুল কাইয়ুম নেপালের HERD ইন্টারন্যাশনাল পরিদর্শন করেছেন

CHORUS আর্বান হেলথ প্রকল্পের অংশ হিসেবে অধ্যাপক জাহিদুল কাইয়ুম ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেপালে গিয়েছিলেন। এসময় তিনি সাংবাদিকদের জন্য নাগরিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং নগর স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ ডিজাইন করার জন্য CHORUS প্রকল্পের আঞ্চলিক পার্টনার HERD ইন্টারন্যাশনালকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেন। CHORUS প্রকল্পটি বাংলাদেশ, নেপাল, ঘানা এবং নাইজেরিয়াতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অধ্যাপক কাইয়ুম দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ARISE গবেষণা প্রকল্পের ধলপুর বস্তির কমিউনিটি সহ-গবেষক সপ্তম 'গ্লোবাল সিম্পোজিয়াম অন হেলথ সিস্টেমস রিসার্চে' বক্তব্য দেন

সুইটি আক্তার এই সিম্পোজিয়ামে পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন নিয়ে তিনিসহ লক্ষাধিক মানুষ যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন সেগুলো তুলে ধরেন এবং এসব সমস্যা মোকাবেলার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি আবু ধাবির শিক্ষার্থীদের আগমন

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি আবু ধাবির শিক্ষার্থীরা ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে শিক্ষাসফরের জন্য আসে। ঢাকার এই সফরে তারা নাগরিক বস্তিতে কোভিড-১৯ মহামারি কীভাবে কাঠামোগত অসমতা সৃষ্টি করেছে, এই বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করেছে। এছাড়াও অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশীদ এবং সহকারী গবেষণা কোঅর্ডিনেটর সেলিমা সারা কবির তাদের জন্য কাঠামোগত অসমতার উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিষয়ে একটি সেশন পরিচালনা করেন।

কমিউনিটিভিত্তিক সমাধান ভাবনার মধ্য দিয়ে ১৯ তম কোহোর্টের MPH শিক্ষার্থীদের যাত্রা শুরু

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে "ইন্ট্রোডাকশন টু পাবলিক হেলথ" নামের মডিউলে শিক্ষার্থীরা নাগরিক বস্তিতে বসবাসকারী কমিউনিটির সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য, রোজগার, বসতি, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সহজ সমাধান তৈরি করেছে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন টিচিং এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড: চারজন ফ্যাকাল্টি সদস্যকে তাঁদের অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃত করা হয়

ডক্টর রিচার্ড ক্যাশ
সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
সিনিয়র লেকচারার, গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন, হার্ভার্ড টি.এইচ. চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ, যুক্তরাষ্ট্র

ডক্টর স্টিভ লুবি
সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
অধ্যাপক, মেডিসিন (সংক্রামক রোগ) এবং সহযোগী ডিন, গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

ইমতিয়াজ ইবনে মান্নান
সংযুক্ত ফ্যাকাল্টি, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

মেহেদী হাসান
সিনিয়র লেকচারার, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের সাথে মিলে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির কোর্স

২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের সেন্টার ফর প্রফেশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট এবং বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ (BHW) যৌথভাবে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সুশাসন, সেবা প্রাপ্তিতে সমতা এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ বিষয়ে তিনটি সংক্ষিপ্ত কোর্স আয়োজন করেছে।

২০২৩ সালে তিনটি গবেষণা ও পলিসি হাবের সূচনা

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ২০২৩ সালে তিনটি নতুন হাব চালু করেছে যাতে গবেষক এবং উন্নয়নকর্মীরা নীতিমালা ও অনুশীলনে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সহযোগিতাপূর্ণ কাজের নিত্যনতুন মাধ্যম খুঁজে নিতে পারেন। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় গবেষক ও উন্নয়নকর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে এই হাবগুলোর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টারা এক হয়ে কাজ করবেন।

হাব ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ (CCEH)

এই হাব জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিদ্যমান গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে এবং নতুন প্রমানাদি তৈরি করবে। হাবটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনীতির সাথে জড়িত শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে নীতিনির্ধারকদের বিভিন্ন সরঞ্জাম, কৌশল, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।

ফোকাল: মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, পিএইচডি, সহযোগী অধ্যাপক

হাব ফর এভিডেন্স ইন পাবলিক পলিসি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস (HEPP)

হাবটি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক অনুশীলন এবং নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এই হাবের লক্ষ্য হল দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগ, নতুন মহামারি, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্স, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনসংখ্যার গতিশীল পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বোঝার কারণে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যব্যবস্থাগুলো যে উদীয়মান বাধাসমুহের মুখোমুখি হচ্ছে তা মোকাবেলা করা।

ফোকাল: ডক্টর আতাউর রহমান, পরিচালক, সেন্টার ফর প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট
রিসোর্স পার্সন: অধ্যাপক শেখ এ শাহেদ হোসেন

হাব ফর কোয়ালিটেটিভ ইনকোয়্যারি (Qualinq)

এই হাবের লক্ষ্য হল পাবলিক সেক্টর ইনস্টিটিউট, একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অন্যান্য সুশীল সমাজ সংস্থাগুলোতে কর্মরত জুনিয়র এবং মিড-লেভেল গবেষক এবং ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কোয়ালিটেটিভ গবেষকদের সহায়তায় হাবটি ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগত সহযোগিতা দেবে।

ফোকাল: মৃত্তিকা বড়ুয়া, পিএইচডি, সহকারী অধ্যাপক এবং উপ-পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর সায়েন্স অব ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড স্কেল-আপ এবং **বর্ণালী চক্রবর্তী,** পিএইচডি, সহযোগী বিজ্ঞানী

উপদেষ্টা: অ্যালেন অ্যাডামস, পিএইচডি, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের সংযুক্ত অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক, ফ্যামিলি মেডিসিন বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়; **সাবিনা ফায়েজ রশীদ,** অধ্যাপক এবং ডিন, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

ডিজিটাল স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত গবেষণা: সবাইকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যতের পথে

আধুনিক বিশ্বে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য, যার ফলে এই মাধ্যমগুলো গবেষণার উদীয়মান ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং এবং বিগ ডেটা ইত্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার, কাজ করার এবং ব্যবসা করার উপায়কে প্রতিনিয়ত বদলে দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ডিজিটাল মার্কেটিং করার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের বদৌলতে এখন সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে। কিন্তু প্রযুক্তি এবং প্ল্যাটফর্মের বিপুল সম্ভাবনার অনেকখানিই এখনও অজানা, তাই বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিকে আরও দক্ষ, সুরক্ষিত এবং উপকারী করে তোলার গবেষণা চলছে।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ও গবেষণার মাধ্যমে নীতিমালা ও অনুশীলনে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নতি এবং সামাজিক বৈষম্য মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার লক্ষ্য নিয়ে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ গবেষণা পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কারদের জন্য মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের সম্ভাব্যতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য ডিজিটাল হেলথ প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার এবং বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাস্থ্যের সুযোগ এবং বাধাসমূহ এছাড়াও ডিজিটাল স্বাস্থ্য উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা ও সহযোগিতা করার জন্য সরকার, একাডেমিয়া এবং বেসরকারি খাতের স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করতে বেশ কয়েকটি ওয়েবিনার, কর্মশালা এবং সম্মেলনের আয়োজন করেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ।

নির্বাচিত কার্যক্রম:

২০২২ সালের এপ্রিলে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ "Re-imagining Digital health for SRHR equity in Bangladesh" শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করেছে।

ব্র্যাক হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ও Dimagi এর সহযোগিতায় কনট্যাক্ট ট্রেসিং অ্যাপকে প্রাসঙ্গিকভাবে অভিযোজিত করে কোভিড-১৯ এর প্রভাব সামাল দিতে ভূমিকা রেখেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এবং গ্লোবাল হেলথ সেন্টার, গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট (জেনেভা) "ডিজিটাল হেলথ অ্যান্ড রাইটস - পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ" প্রকল্পের যৌথ পার্টনার। প্রকল্পটি OSUN এর অর্থায়নে পরিচালিত।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ সম্পর্কে আরও জানুন

নেতৃত্বে যারা আছেন ১৩

রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি টিম ১৬

মাস্টার অব পাবলিক হেলথ (MPH) ১৮

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান ১৮

একনজরে ফ্যাকাল্টি ২০

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ২১

ক্যারিয়ার সম্ভাবনা ২২

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত শিক্ষার নেটওয়ার্ক ২৩

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি প্রোগ্রাম (DMP) ২৪

গবেষণা । পরিবর্তনের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ ২৬

গবেষণার জন্য পাঁচটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স ২৭

চারটি গবেষণা ও পলিসি হাব ২৮

নির্বাচিত গবেষণা-প্রভাব:

বাংলাদেশ সরকারের সাথে একত্রে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি ২৯

ব্র্যাকের সাথে গবেষণা ৩২

নিপীড়িত জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত গবেষণা ৩৪

অন্যান্য ৩৫

আন্তর্জাতিক পিয়ার-রিভিউড গবেষণা প্রকাশনা ৩৭

নীতিমালা, প্রকল্প ও অনুশীলনে অবদান ৩৯

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ (BHW) ৪৪

ডোনার সাপোর্ট ৪৬

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের নেতৃত্বে যারা আছেন

অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশীদ
ডিন এবং সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটসের (CGSRHR) পরিচালক

ORCID: *https://orcid.org/0000-0003-0916-2631*
LinkedIn: *https://www.linkedin.com/in/sabina-faiz-rashid-5229671aa/*

অধ্যাপক রশীদ ২০০৪ সালে স্কুলের প্রতিষ্ঠান সময় যোগদান করেন এবং ২০১৩ সালে ডিন হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া থেকে নৃবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যে পিএইচডি, স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক পাস করেছেন। তিনি **২০০৮ সালে সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস (CGSRHR) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১৩ সালে যৌথভাবে সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর আর্বান ইক্যুইটি অ্যান্ড হেলথ (CUEH) প্রতিষ্ঠা করেন।**

তিনি MPH প্রোগ্রামে তিনটি কোর্সে পাঠদান করেন। কোর্সগুলো হলো ইন্ট্রোডাকশন টু পাবলিক হেলথ, অ্যানথ্রোপোলজি অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস।

গবেষণায় অধ্যাপক রশীদের প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাঁর আগ্রহের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে জেন্ডার, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, দারিদ্র, নাগরিক সেবা, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে কাঠামোগত বৈষম্য এবং অসাম্য ও আন্তঃসামাজিক শ্রেণী সম্পর্ক যেভাবে এইসকল জনগোষ্ঠীর মানুষের স্বাস্থ্য ও অধিকার আদায়ে যেসব প্রভাব ফেলে, সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী কাজ করতে অধ্যাপক রশীদ বিশেষভাবে আগ্রহী। শোষিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির কণ্ঠস্বর দৃঢ় করতে এবং নীতিমালা ও ইন্টারভেনশনে গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়ে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে তিনি বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্ল্যাটফর্মের সদস্য হিসেবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। **দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি গবেষণা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রকল্পে তিনি প্রায় ২২.৬ মিলিয়নেরও বেশি মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে পেয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত তাঁর ৯০টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।** তিনি ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (IDS), ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স, লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন, রয়্যাল ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট (KIT), ইউনিভার্সিটি অব অ্যামস্টারডাম, র‍্যাডবাউড ইউনিভার্সিটি, এনজেন্ডারহেলথ, গাটমাকার ইনস্টিটিউট, আফ্রিকান পপুলেশন হেলথ রিসার্চ সেন্টার, CREA, TARSHI, ব্র্যাক, বাংলাদেশ সরকার সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও এবং বিভিন্ন প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নেটওয়ার্কের সাথে মাল্টি-কান্ট্রি গবেষণা পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রফেসর রশীদ বোস্টন ইউনিভার্সিটির নেতৃত্বে রকফেলার-বিইউ ৩-ডি কমিশন, কোভিড-১৯ রিসার্চ রোডম্যাপ সোশ্যাল সায়েন্স ওয়ার্কিং গ্রুপ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), জেনেভাসহ বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিটি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য। জিই হেলথকেয়ার ২০১৮ সালে অধ্যাপক রশীদকে 'গ্লোবাল হিরোইন্স অব হেলথ' সম্মাননায় ভূষিত করে। তিনি ২০২২ সালের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত হার্ভার্ড টি.এইচ. চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথের একজন ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট এবং অ্যাডেলট ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাছাইকৃত আন্তর্জাতিক সদস্যপদ ও সম্পৃক্ততা

- সেপ্টেম্বর ২০২২: **সদস্য**, যুক্তরাজ্যের লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের (LSTM), বোর্ড অব ট্রাস্টি
- নভেম্বর ২০২২: কোরিয়ান ফাউন্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল হেলথ কেয়ারের (KOFIH) জন্য আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির **সদস্য**
- অক্টোবর ২০২২: যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথের (NIH) ফোগার্টি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অ্যাডভ্যান্সিং হেলথ রিসার্চ ইন হিম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস প্রজেক্টের **কো-চেয়ার**
- জানুয়ারি ২০২২: SickKids সেন্টার ফর গ্লোবাল চাইল্ড হেলথের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি বোর্ডের **সদস্য**
- জানুয়ারি ২০২২: এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথের কার্যনির্বাহী কমিটির **সদস্য**
- জুন ২০২১: কনসোর্টিয়াম অব ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল হেলথের (CUGH) এক্সিকিউটিভ প্ল্যানিং কমিটির **সদস্য** (CUGH ২০২২-২০২৩ এর জন্য)
- জুন ২০২১ - ২০২৩: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) স্বাস্থ্য সমতার সামাজিক নির্ধারক সম্পর্কিত বিশ্ব প্রতিবেদনের টেকনিক্যাল সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজরি বোর্ডের **সদস্য**
- মার্চ ২০২১-২০২২: গ্লোবাল ফোরাম অন হিউম্যানিটারিয়ান হেলথ রিসার্চের স্টিয়ারিং কমিটির **সদস্য**
- সেপ্টেম্বর ২০২০-২০২২: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) কোভিড-১৯ রিসার্চ রোডম্যাপ সোশ্যাল সায়েন্সেস ওয়ার্কিং গ্রুপের **সদস্য**
- মার্চ ২০২০-২০২২: রকফেলার-ইট ৩-উ কমিশনের **সদস্য** যার নেতৃত্বে আছেন অধ্যাপক স্যান্ড্রো গ্যালিও, ডিন এবং রবার্ট এ. নক্স, অধ্যাপক, স্কুল অব পাবলিক হেলথ, বোস্টন ইউনিভার্সিটি
- এপ্রিল ২০২০-২০২৩: রিজিওনাল প্ল্যাটফর্ম অন জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটসের **কান্ট্রি ফোকাল**, ভারত ও নেপালে এর পার্টনার প্ল্যাটফর্ম রয়েছে; সামগ্রিক সমন্বয়কারী, SRHM, জেনেভা
- এপ্রিল ২০০৯ - বর্তমান: বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের (BHW) ওয়ার্কিং গ্রুপের **সদস্য** (নাগরিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জাতীয় নাগরিক সমাজ)

অধ্যাপক সৈয়দ মাসুদ আহমেদ, পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (COE-HS&UHC)

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0001-5032-7181***

প্রফেসর আহমেদ বাংলাদেশে ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (UHC) বিষয়ক একজন শীর্ষস্থানীয় গবেষক। তিনি বিশ্বব্যাংক, GFATM, EU, DFID, ESRC, USAID, MSH, রকফেলার ফাউন্ডেশন, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, নেদারল্যান্ডস সরকার, CIDA, EC, NOVIB, WEP, ICRW, UNICEF এবং AusAID সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে প্রচুর মাল্টি-কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অধ্যাপক আহমেদ নেদারল্যান্ডস অর্গানাইজেশন ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ/সায়েন্স ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের (NWO-WOTRO) প্রোগ্রাম কমিটি ও ওয়েলকাম ট্রাস্টের জয়েন্ট হেলথ সিস্টেমস রিসার্চ কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০২০ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের তালিকায় তিনি গবেষণা প্রকাশনায় শীর্ষ ২% বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন।

অধ্যাপক কাওসার আফসানা, লিড, হিউম্যানিটেরিয়ান হাব

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0002-5197-8151***

অধ্যাপক আফসানার প্রজনন, মাতৃত্ব, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য (RMNCH), পুষ্টি, প্রাথমিক শৈশবকালীন বিকাশ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ততা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক গবেষণা ও বাস্তবায়নে ৩০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর আগে তিনি ২৬ বছরের বেশি সময় ধরে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির (HNPP) পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২১ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের ইউএন ফুড সিস্টেমস সামিটে বৈজ্ঞানিক কমিটির ভাইস-চেয়ার ছিলেন। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশন, জেনেভা, সুইজারল্যান্ডের পরিচালনা পর্ষদ এবং ইন্টারন্যাশনাল হেলথ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্যের এক্সটার্নাল অ্যাডভাইজরি কমিটিসহ বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য কমিটির সদস্য তিনি।

অধ্যাপক জাহিদুল কাইয়ুম, যুগ্ম পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর আর্বান ইক্যুইটি অ্যান্ড হেলথ (CUEH)

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0002-2276-4576***

অধ্যাপক কাইয়ুমের স্বাস্থ্য অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গবেষণায় ২৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, বুরকিনা ফাসো এবং বাংলাদেশে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য গবেষণা প্রকল্পে কাজ করেছেন। DFID, UKRI, ওয়েলকাম ট্রাস্ট, ব্র্যাক, WHO, UKAID, EU, USAID, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ইত্যাদির অর্থায়নে তিনি অনেক মাল্টি-কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অধ্যাপক কাইয়ুম যুক্তরাজ্যের হেলথ ইকোনমিক স্টাডি গ্রুপ (HESG) সহ অনেক আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য। তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার রিসার্চের (NIHR) গবেষণা তহবিল বিতরণের একজন পিয়ার রিভিউয়ার ও হেলথ ইকোনমিস্ট এবং BMC জার্নাল অব হেলথ, পপুলেশন অ্যান্ড নিউট্রিশনের সেকশন এডিটর (হেলথ ইকোনমিকস অ্যান্ড হেলথ সিস্টেমস)।

অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা, পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেস অ্যান্ড নিউট্রিশন (CNCDN)

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0001-9226-457X***

প্রফেসর মৃধা মাতৃত্ব, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এইচআইভি/এইডস এবং অসংক্রামক রোগ (NCD) বিষয়ক গবেষণা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেকদিন ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি NIHR, বাংলাদেশ সরকার, JICA, বিশ্বব্যাংক, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল, USAID, বিল এবং মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, DFID, AusAID, WHO সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে অনেক মাল্টি-কান্ট্রি গবেষণা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনুদান পেয়েছেন। তিনি হোয়াইট রিবন অ্যালায়েন্স ফর সেইফ মাদারহুডের নির্বাহী কমিটি, আমেরিকান সোসাইটি ফর নিউট্রিশন এবং আমেরিকান ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটিসহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য কমিটির সদস্য।

সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ তানভীর হাসান, যুগ্ম পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর আর্বান ইকুইটি অ্যান্ড হেলথ (CUEH)

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0002-5806-060X***

সহযোগী অধ্যাপক হাসান আন্তর্জাতিক পোস্টগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্কলারশিপ (IPRS) এবং অস্ট্রেলিয়ান পোস্টগ্র্যাজুয়েট অ্যাওয়ার্ড (APA) প্রাপ্ত। তিনি স্কুলের MPH প্রোগ্রামে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স পড়ান। এছাড়া তিনি আইডিআরসি, ব্র্যাক, গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জেস কানাডা, নেদারল্যান্ডস সরকার, ইউএন উইমেন (UN Women), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ইত্যাদিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে বহু মিক্সড মেথড গবেষণা প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত পরিসংখ্যানে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে তিনি হেলথ সিস্টেমস গ্লোবালের একজন সদস্য।

ডক্টর আতাউর রহমান
পরিচালক, সেন্টার অব প্রফেশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0003-4882-4503***

সেন্টার ফর প্রফেশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্টের পরিচালক আতাউর রহমান লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিন থেকে রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড সেক্সুয়াল হেলথ রিসার্চে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস (SRHR), নাগরিক দারিদ্র্য ও পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা এবং প্রোগ্রাম ডেলিভারিতে তাঁর সুদীর্ঘ ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইরান ও আফগানিস্তানের স্পর্শকাতর পরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে যোগদান করার আগে তিনি নয়া দিল্লী এবং ব্যাংককে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড ফেডারেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রোগ্রাম পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অধ্যাপক মালবিকা সরকার (বর্তমানে ছুটিতে আছেন)
পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর সায়েন্স অব ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড স্কেল-আপ (CoE-SISU)

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0001-7293-8805***

অধ্যাপক সরকার একজন মিক্সড মেথড বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তার। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএইচ এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনস্বাস্থ্যে ডক্টরেট সম্পন্ন করেন। জনস্বাস্থ্যে সুদীর্ঘ ৩০ বছরের কর্মজীবনের দশ বছর তিনি পৃথিবীর বৃহত্তর এনজিও ব্র্যাকে কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি HRP অ্যালায়েন্স ফর রিসার্চ ক্যাপাসিটি স্ট্রেংথেনিংয়ের (RCS) উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ার এবং ল্যান্সেট গ্লোবাল হেলথের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ড, ইন্টারন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন পলিসি টাস্ক ফোর্স এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশনসহ বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির সদস্য।

অধ্যাপক অতনু রব্বানী
মুশতাক চৌধুরী চেয়ার ইন হেলথ অ্যান্ড পভার্টি

ORCID: ***https://orcid.org/0000-0002-3821-4106***

অতনু রব্বানী, পিএইচডি একজন অ্যাপ্লায়েড মাইক্রো ইকোনমিস্ট। গবেষণায় তাঁর আগ্রহের বিষয় হলো স্বাস্থ্য, শ্রম এবং অর্গানাইজেশন ইকোনমিকস। জ্ঞান, সচেতনতা, উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণ, এবং উদ্দীপনা কীভাবে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তা বোঝার লক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পিয়ার-রিভিউড জার্নালে তাঁর আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর রব্বানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের সহযোগী বিজ্ঞানী। তিনি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পড়াশোনা করেছেন।

রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি টিম

২০২২ সালের শেষের দিকে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে একটি রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি টিম গঠন করা হয়। টিমের সদস্যরা গবেষণা কেন্দ্রগুলোর পরিচালকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন এবং পুরো প্রতিষ্ঠান জুড়ে গবেষণা ও পলিসি ইমপ্যাক্টের কৌশলগতভাবে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করেন। ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের মিশনকে এগিয়ে নিতে টিমটি সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে।

মলয় কান্তি মৃধা, পিএইচডি অধ্যাপক ও পরিচালক, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেস অ্যান্ড নিউট্রিশন (CNCDN)

তিনি একজন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানী যিনি জনস্বাস্থ্য, অসংক্রামক রোগ এবং পুষ্টি বিষয়ক গবেষণায় নেতৃস্থানীয় অবস্থানে আছেন। গবেষণা এবং শিক্ষাদানে তার ২৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস থেকে পিএইচডি লাভ করেছেন। ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে এইজিং অ্যান্ড হেলথ কোর্সের সমন্বয় করেন এবং বায়োস্ট্যাটিস্টিকস ও হেলথ সিস্টেমস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পড়ান। চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, মহামারীবিদ্যা, অসংক্রামক রোগ, পুষ্টি এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে দক্ষতার এক অনন্য সমন্বয় রয়েছে অধ্যাপক মৃধার। এখন পর্যন্ত তাঁর ১৫০টির বেশি পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল, বুক চ্যাপ্টার এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

মোহাম্মদ তানভীর হাসান, পিএইচডি সহযোগী অধ্যাপক এবং যুগ্ম পরিচালক, সেন্টার ফর আরবান ইক্যুইটি অ্যান্ড হেলথ (CUEH)

তাঁর ১২ বছরেরও বেশি শিক্ষকতা এবং গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন থেকে পিএইচডি লাভ করেন। তিনি ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে বায়োস্ট্যাটিস্টিকস এবং জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস পড়ান। অ্যাডভান্সড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস, মিক্সড মেথড রিসার্চ, ইভ্যালুয়েশন রিসার্চ, লঙ্গিচ্যুডিনাল স্টাডি এবং স্প্যাশিয়াল এপিডেমোলজি ইত্যাদিতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। পিয়ার-রিভিউড আর্টকেল, বই ও বুক চ্যাপ্টার, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদিসহ তাঁর ৩৮টির বেশি প্রকাশনা রয়েছে।

মৃত্তিকা বড়ুয়া, পিএইচডি সহকারী অধ্যাপক এবং উপ-পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর সায়েন্স অফ ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড স্কেল-আপ (CoE-SISU)

জনস্বাস্থ্য গবেষণা এবং শিক্ষাদানে তাঁর ১০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি নেদারল্যান্ডসের র‍্যাডবাউড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তিনি ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে কোয়ালিটেটিভ ও কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথড শেখান। গবেষণায় তাঁর আগ্রহের বিষয়গুলো হলো সংক্রামক রোগ, জেন্ডার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর মোট ১১টি পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে।

ফারজানা মিশা, পিএইচডি সহকারী অধ্যাপক

দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাসহ শিক্ষকতা ও গবেষণায় তার ১৪ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি নেদারল্যান্ডসের ইরাসমাস ইউনিভার্সিটি রটারডাম থেকে পিএইচডি লাভ করেন। ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে তিনি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথডস এবং হেলথ ইকোনমিকস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্সিং মডিউলগুলোতে পড়ান। গবেষণায় তাঁর আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে দরিদ্র্য, প্রান্তিক ও জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠি, ডিজিটাল ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল স্বাস্থ্য, SRHR ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বই ও বুক চ্যাপ্টার এবং ওয়ার্কিং পেপারসহ তাঁর ২০টিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে।

বাছিরা আক্তার (পিএইচডি অধ্যায়নরত) উপ-পরিচালক, সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস (CGSRHR)

বাংলাদেশের নাগরিক ও গ্রামীণ অঞ্চলে কমিউনিটিভিত্তিক জনস্বাস্থ্য প্রকল্প এবং গবেষণা পরিচালনা ও বাস্তবায়নে তাঁর অভিজ্ঞতা ১৩ বছরেরও বেশি। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের লিভারপুল স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যের উপর পিএইচডি করছেন। তিনি MPH প্রোগ্রামের তিনটি মডিউল সহ-সমন্বয় করেন, এগুলো হলো – ইন্ট্রোডাকশন টু পাবলিক হেলথ, হেলথ সিস্টেমস ম্যানেজমেন্ট এবং জেন্ডার, সেক্সুয়্যাল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস। গবেষণায় তাঁর আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে পার্টিসিপেটরি রিসার্চ, অ্যাকশন রিসার্চ, মিক্সড মেথড রিসার্চ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ইক্যুইটি, ইন্টারসেকশনালিটি, জেন্ডার, স্বাস্থ্যের সামাজিক-রাজনৈতিক নির্ধারক, নাগরিক স্বাস্থ্য, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং মানবিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। তিনি এখন পর্যন্ত ২৬টি গবেষণাপত্র এবং দুইটি বুক চ্যাপ্টার প্রকাশ করেছেন।

ডক্টর নাহিতুন নাহার সহকারী পরিচালক, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর হেলথ সিস্টেম অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (COE-HS&UHC)

তিনি একজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তাঁর আট বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে MPH প্রোগ্রামের হেলথ সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট মডিউলটি সমন্বয় করেন। তার গবেষণার আগ্রহের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কর্মশক্তি, স্বাস্থ্য সমতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, সার্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ, স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি, ফার্মাসিউটিক্যাল প্রচারণা, ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণা ও উন্নয়ন, সংক্রামক রোগ এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ, ট্র্যাফিক ইনজুরি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর ১৫টি পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, **পিএইচডি** সহযোগী অধ্যাপক

তিনি একজন জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। গবেষণা, শিক্ষাদান ও প্রোগ্রাম এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় তাঁর ২০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ডক্টর ইসলাম অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তিনি ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক মডিউল পড়ান এবং সমন্বয় করেন। তাঁর গবেষণার আগ্রহের বিষয় হল জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য। এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ২০টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ডক্টর এনাম হাসিব উপ-পরিচালক, MPH এবং সরকারী লিয়াজোঁ

পুষ্টি, সার্ভেলেন্স, গবেষণা থেকে জ্ঞান অনুবাদ, কর্মসূচি পরিচালনা এবং শিক্ষাদানে তাঁর ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর আগে তিনি বাংলাদেশে নির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মসূচিতে প্রমাণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রকল্প তদারকি করেছেন। পুষ্টি সম্পর্কিত তাঁর প্রায় ১৫টি পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে।

আতিয়া রহমান সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

জনস্বাস্থ্যের কোয়ালিটেটিভ গবেষণায় তাঁর ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ভারতের পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞানে এমএ এবং বাংলাদেশের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞানে বিএসএস এবং এমএসএস সম্পন্ন করেছেন। গবেষণায় তাঁর আগ্রহের বিষয়গুলো হলো SRHR, পুষ্টি, WASH, প্রাথমিক শৈশবকালীন বিকাশ এবং কোয়ালিটেটিভ গবেষণা ও পার্টিসিপেটোরি পদ্ধতির নানান দিক। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর ৯টি পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে।

মাস্টার অব পাবলিক হেলথ (MPH)

একটি ফুলটাইম মাস্টার্স প্রোগ্রাম যেটি ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে জনস্বাস্থ্যে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ট্রান্সফর্মেটিভ শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বোঝাপড়াকে শক্তিশালী করতে উদ্ভাবনী পদ্ধতির অভিজ্ঞতাভিত্তিক পড়াশোনা এবং নাগরিক ও গ্রামীণ কম্যুনিটিভিত্তিক ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। বিশ্বের বহু শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফ্যাকাল্টি সদস্যরা এই প্রোগ্রামে শিক্ষাদান করতে আসেন।

জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO), এবং সাউথ-ইস্ট এশিয়া পাবলিক হেলথ এডুকেশন ইনস্টিটিউশন্স নেটওয়ার্ক (SEAPHEIN) দ্বারা শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রোগ্রামটি স্বীকৃত হয়েছে।

জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

যুক্তরাষ্ট্রের কনসোর্টিয়াম অব ইউনিভার্সিটিজ ফর গ্লোবাল হেলথের ১৩তম বার্ষিক গ্লোবাল হেলথ কনফারেন্সের সহ-আয়োজক (২০২২)

১৭০টিরও বেশি সংস্থা নিয়ে স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম কনসোর্টিয়াম অব ইউনিভার্সিটিজ ফর গ্লোবাল হেলথ (CUGH)। **দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরও আটটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এই সম্মেলনের সহ-আয়োজক ছিল। ডিন অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশীদ নির্বাহী পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ছিলেন।**

জাতীয় সিম্পোজিয়াম

Transforming Bangladesh's Health Workforce for Sustainable Health Impact: Creating Holistic Public Health Learning Ecosystem (January 2022)

এই ভার্চুয়াল সিম্পোজিয়ামটির উদ্দেশ্য ছিল কনসোর্টিয়ামের বিভিন্ন বিভাগ ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়ার উপায় আলোচনা করা।

১৭ জন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং চারটি দেশের আটটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদ সেখানে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন। অংশগ্রহণকারী ছিলেন ১০০ জনের বেশি।

SingHealth Duke-NUS গ্লোবাল হেলথ ইন্সটিটিউট অ্যালায়েন্স

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ২০২০ সালে এই অ্যালায়েন্সে যোগ দেয়। ডিন অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশীদ এবং অধ্যাপক মালবিকা সরকারকে জোটের সদস্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে **অধ্যাপক রশীদ ২০২২ সালে সপ্তম ওয়ার্ল্ড ওয়ান হেলথ কনফারেন্স (WOHC) এবং টেমাসেক ফাউন্ডেশন পিনাকল পার্টনারশিপ সিরিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।**

পাবলিক হেলথ কনসোর্টিয়াম

২০২০ সালে বাংলাদেশের ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এই কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করে। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন অভূতপূর্ব জনস্বাস্থ্য সংকটের আলোকে **উদ্ভাবনী অনলাইন শিক্ষা এবং কমিউনিটিভিত্তিক গবেষণার পারস্পরিক সহযোগিতার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এই কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয়েছিল।**

শিক্ষা সম্পর্কে আরও জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

MPH | একনজরে ফ্যাকাল্টি

আমাদের কোর ফুলটাইম ফ্যাকাল্টি সদস্যরা MPH প্রোগ্রামে পাঠদান করেন এবং কোর্স সমন্বয় করেন, যাদের মধ্যে আছেন ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক (পৃষ্ঠা ১৪ - ১৭ দেখুন)। নিচে ভিজিটিং ও অ্যাডজাংক্ট অধ্যাপক এবং ফ্যাকাল্টি সদস্যদের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকজনের প্রোফাইল রয়েছে (বর্ণানুক্রমে তালিকাভুক্ত)।

ডক্টর অ্যালেইন অ্যাডামস, কানাডা

সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্মেন্ট অব ফ্যামিলি মেডিসিন, **ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়**

ডক্টর তাহমিদ আহমেদ, বাংলাদেশ

অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
নির্বাহী পরিচালক, **আইসিডিডিআরবি**

ডক্টর হালিদা হানুম, বাংলাদেশ

সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
ফ্যাকাল্টি, ইন্টারন্যাশনাল হেলথ, **জন্স হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ**

ডক্টর তাসনিম আজিম, বাংলাদেশ

সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
সভাপতি, **নারীপক্ষ**

ডক্টর রিচার্ড ক্যাশ, যুক্তরাষ্ট্র

সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
সিনিয়র লেকচারার, গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন, **হার্ভার্ড টি.এইচ. চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, যুক্তরাষ্ট্র**
২০০৬ সালের প্রিন্স মাহিদল পুরস্কার বিজয়ী

ডক্টর টিমোথি জি ইভ্যান্স, কানাডা

সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
সহযোগী ডিন, স্কুল অফ পপুলেশন অ্যান্ড গ্লোবাল হেলথ, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন
সহযোগী ভাইস-প্রিন্সিপাল, গ্লোবাল পলিসি অ্যান্ড ইনোভেশন, **ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়**

মিয়াটা বানিয়া, লাইবেরিয়া

সংযুক্ত ফ্যাক্টাল্টি, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
ম্যানেজিং সিস্টেমস ইন ক্রাইসিস, **মিনিস্ট্রি অব হেলথ, লাইবেরিয়া**
MPH গ্র্যাজুয়েট, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ, ৭ম কোহোর্ট (২০১১)

ডক্টর নুসরাত হুমায়রা, অস্ট্রেলিয়া

সংযুক্ত ফ্যাক্টাল্টি, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
সিনিয়র লেকচারার, স্কুল অব উইমেন'স অ্যান্ড চিল্ড্রেন'স হেলথ, **ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি**

ডক্টর এম মাহবুব লতিফ, বাংলাদেশ

সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
অধ্যাপক, ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং (ISRT), **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

ডক্টর স্টিফেন পি লুবি, যুক্তরাষ্ট্র

সংযুক্ত অধ্যাপক, ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ
মেডিসিনের অধ্যাপক (সংক্রামক রোগ) এবং সহযোগী ডিন, গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ, **স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়**, যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ফ্যাকাল্টির পাশাপাশি **৩৪টি** দেশ থেকে আসা বর্তমান ও
প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমাদের রয়েছে

এক অনন্য আন্তর্জাতিক ক্লাসরুম

MPH | অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা

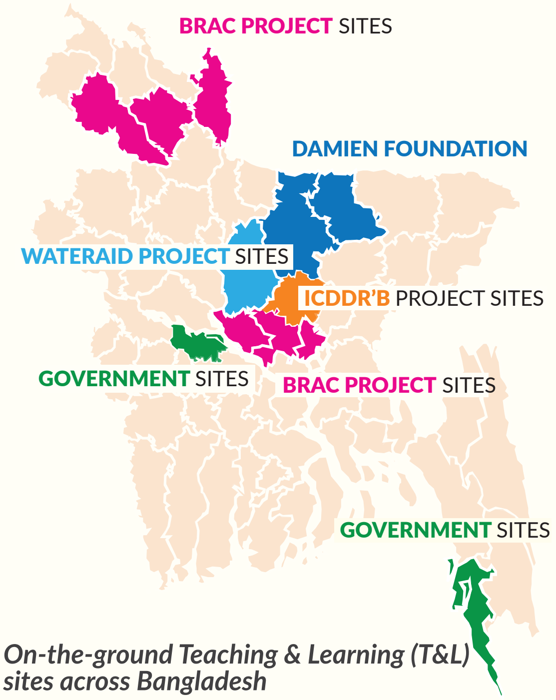

On-the-ground Teaching & Learning (T&L) sites across Bangladesh

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের মাস্টার অব পাবলিক হেলথ (MPH) প্রোগ্রামে ফিল্ড ভিজিটের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। **নাগরিক ও গ্রামীণ জনস্বাস্থ্যের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এখানে পাঠদান করা হয়।** কমিউনিটিতে গিয়ে হাতেকলমে শেখার জন্য ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের **৩৬টি ফিল্ডসাইটের একটি নেটওয়ার্ক** রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের কোর্সের অংশ হিসেবে এইসব ফিল্ড ভিজিট করে।

এই সাইটগুলোতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নৃবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে শেখার সুযোগ পায়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সরাসরি কমিউনিটিতে গিয়ে কাজ করে এবং সেখানকার সেবা দানকারী সংস্থা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরেজমিনে দেখে গ্রামীণ ও নাগরিক উভয় প্রেক্ষাপটে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করে।

MPH | ক্যারিয়ার সম্ভাবনা

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের গ্র্যাজুয়েটরা নিয়মিত নিয়োগ পাচ্ছেন এবং কাজ করছেন

সারা বাউম্যান
৫ম কোহোর্ট (২০০৯)
যুক্তরাষ্ট্র
সহকারী অধ্যাপক, **ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ**
পিএইচডি, **ইউনিভার্সিটি অভ পিটসবার্গ,** যুক্তরাষ্ট্র

সাবেরা তুর্কমানি
৭ম কোহোর্ট (২০১১)
আফগানিস্তান
পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো, **ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনি**, অস্ট্রেলিয়া

মোঃ এম ইসলাম বুলবুল
৮ম কোহোর্ট (২০১২)
বাংলাদেশ
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় পুষ্টি সেবা,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার

ডক্টর মৃত্তিকা বড়ুয়া
৮ম কোহোর্ট (২০১২)
বাংলাদেশ
সহকারী অধ্যাপক এবং উপ-পরিচালক, SISU, **ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ**
পিএইচডি, **র‍্যাডবাউড ইউনিভার্সিটি,** নেদারল্যান্ডস

বাছিরা আক্তার
৮ম কোহোর্ট (২০১২)
বাংলাদেশ
উপ-পরিচালক, CGSRHR, **ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ**
পিএইচডি অধ্যয়নরত, **লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন,** যুক্তরাজ্য

লোকেশ ভাট
৯ম কোহোর্ট (২০১৩)
নেপাল
মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড লার্নিং স্পেশালিস্ট, **দ্যা জন্স হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (CCP)**, যুক্তরাষ্ট্র

জাবির হাসান
৯ম কোহোর্ট (২০১৩)
বাংলাদেশ
সহকারী বিজ্ঞানী, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল হেলথ, **জন্স হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ,** যুক্তরাষ্ট্র

কার্লি অ্যানাবেল কমিন্স
১১তম কোহোর্ট (২০১৫)
যুক্তরাষ্ট্র
সিনিয়র রিসার্চ প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর/ডেটা অ্যানালিস্ট,
জন্স হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ, যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াগদি আলী মোহাম্মদ মোহসেন
১৪তম কোহোর্ট (২০১৮)
ইয়েমেন
রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ কোর্ডিনেটর,
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA), ইয়েমেন

লিলি অ্যানা মিয়াটা কাইনো
১৪তম কোহোর্ট (২০১৮)
সিয়েরা লিওন
ওয়ান হেলথ অফিসার, ডিরেক্টরেট অব হেলথ সিকিউরিটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি,
মিনিস্ট্রি অব হেলথ অ্যান্ড স্যানিটেশন, সিয়েরা লিওন

রাফায়েল জাইরাহ জুনিয়র ডি মাতেয়
১৬তম কোহোর্ট (২০২০)
ফিলিপাইন
এপিডেমিওলজিস্ট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট,
ক্লিনটন হেলথ অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভ (CHAI)

ভিকি ইবেট
১৬তম কোহোর্ট (২০২০)
ইউনাইটেড কিংডম কোর সাইকিয়াট্রি প্রশিক্ষণার্থী, **ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস,** ইংল্যান্ড

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত শিক্ষার নেটওয়ার্ক

২০২৩ সাল পর্যন্ত স্কুলের বিশ্বব্যাপী শিক্ষা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪টি

সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার চর্চা বিস্তার করতে এবং বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ নিয়মিতভাবে শিক্ষা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে।

দক্ষিণ-দক্ষিণ পার্টনারশিপ

দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাডেমিক পার্টনারশিপ এবং ছাত্র ও ফ্যাকাল্টি সদস্যের বিনিময় কর্মসূচি বিষয়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে **রুয়াণ্ডার ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল হেলথ ইক্যুইটির ডিন আবেবে বেকেলের সাথে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের প্রতিনিধিরা আলাপ করেছেন।**

আঞ্চলিক পার্টনারশিপ

হংকং ইউনিভার্সিটির সাথে (UHK) ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের পার্টনারশিপের মধ্য দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের পাশাপাশি কোর্স তৈরির ক্ষেত্রেও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০২২ সালের নভেম্বরে অধ্যাপক রশীদ **কোরিয়ান ফাউন্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল হেলথ কেয়ারের (KOFIH)** আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক পার্টনারশিপ

- ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এবং **যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক** (CUNY) ২০২৩ সালের মার্চে যৌথভাবে পপুলেশন হেলথ ইনফরম্যাটিক্স সংক্রান্ত আঞ্চলিক হাব চালু করেছে।

- **হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির টি.এইচ. চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ** ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপ ফেয়ারের আয়োজন করেছিল যেখানে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের MPH প্রোগ্রামের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন শিক্ষার্থী ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে ইন্টার্নশিপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

- **যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার সাথে** ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যেটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ও কমিউনিটিভিত্তিক ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

- শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ তৈরির জন্য ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের সাথে আলোচনা করছেন **ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার মেল অ্যান্ড এনিড জাকারবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের** ডিন অধ্যাপক ইমান হাকিম।

জনস্বাস্থ্যে ধারাবাহিকভাবে অবদান রাখার জন্য একাধিক বিশেষ অনুদান পেয়েছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

ট্রেইনিং ইন ট্রপিক্যাল ডিজিজেস রিসার্চ (TDR) ফেলোশিপের জন্য **বিশ্বব্যাপী নির্বাচিত সাতটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ একটি।**

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের MPH প্রোগ্রামের ১৪টি দেশের **৭২ জন** শিক্ষার্থী এখন পর্যন্ত এই বৃত্তি পেয়েছে।

মিডওয়াইফারি প্রোগ্রামে ডিপ্লোমা (DMP)

দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মিডওয়াইফ তৈরি করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে এই উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়

২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশু ও মাতৃমৃত্যু বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছে বাংলাদেশ। জাতীয় প্রয়োজন মেটাতে আনুমানিক ২২,০০০ জন মিডওয়াইফ প্রয়োজন হবে। যুক্তরাজ্য সরকার এবং ব্র্যাকের যৌথ অর্থায়নে এবং স্থানীয় এনজিওগুলোর সহযোগিতায় DMP বছরে গড়ে ২৩০ জন মিডওয়াইফ তৈরি করছে

১৫৮৯জন
শিক্ষার্থী ২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছেন

৩৮০জন
গ্র্যাজুয়েট কাজ করছেন উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন উপকেন্দ্রে

৪৬০জন
গ্র্যাজুয়েট কাজ করছেন বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে

১৫৬জন
মিডওয়াইফ কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করছেন

Midwife-led Care Centres

পরিবার পরিকল্পনা মহাপরিচালকের (DGFP) সহযোগিতায় **দুইটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এবং ঢাকায় ব্র্যাক ম্যাটারনিটি ক্লিনিকে মিডওয়াইফ-লেড কেয়ার সেন্টার (MLC) স্থাপন করেছে** ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ।

২০১৮ - ২০২২ সাল পর্যন্ত, **MLC গুলো থেকে ৫৮৪৬ জন নারীকে স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসবে সহায়তা করা হয়েছে।**

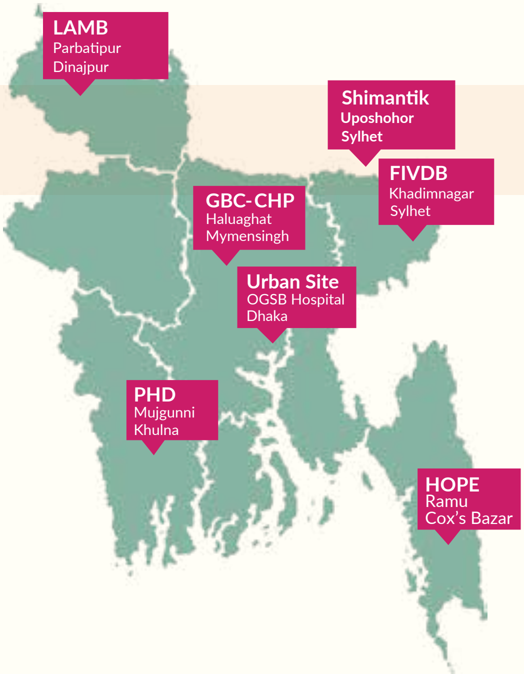

স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ

সুদক্ষ মিডওয়াইফ গড়ে তোলা এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষায় সুবিধাবঞ্চিত তরুণীদের প্রবেশাধিকার বাড়াতে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত **ছয়টি এনজিওর সাথে পার্টনারশিপ করেছে**

শিক্ষার মান বজায় রাখতে পার্টনারদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

২০২২ সালের উল্লেখযোগ্য অর্জন

কমিউনিটির সাথে সংযোগ স্থাপন

আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা বাড়ানো এবং বিদ্যমান সেবা প্রদানকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কম্যুনিটি ভিত্তিক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

আটটি মডিউলে কমিউনিটি প্লেসমেন্ট বাধ্যতামূলক হিসেবে রাখা হয়েছে।

BMS এর সভাপতি নির্বাচিত

DMP এর ২য় ব্যাচের পাশ করা একজন গ্র্যাজুয়েট **বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটির** (BMS) **সভাপতি** নির্বাচিত হয়েছেন।

গবেষণা | পরিবর্তনের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ

২৫৫+ জাতীয় ও মাল্টি-কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্প

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্ক ও পার্টনারশিপের মধ্য দিয়ে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের **পাঁচটি গবেষণা কেন্দ্র ও চারটি হাবের বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে আসা গবেষকরা জনস্বাস্থ্যের নানান ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করেন**, যেমন, গ্রামীণ ও নাগরিক স্বাস্থ্য, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (যেমন, উদ্বাস্তু, বস্তিবাসী, জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু মানুষ, যৌনতার বিচারে সংখ্যালঘু মানুষ, প্রতিবন্ধী এবং কিশোর-কিশোরী), সংক্রামক রোগ, অসংক্রামক রোগ, পুষ্টি, জেন্ডার ইক্যুইটি ও অধিকার, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, নাগরিক সাম্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, ডিজিটাল হেলথ, সেক্সুয়্যালিটি, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, মানবাধিকার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও কর্মশক্তি, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্স, স্বাস্থ্যখাতে সাম্য এবং শহর ও গ্রাম্য এলাকায় স্বাস্থ্যসেবায় অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি।

কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন সময়ে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ৪৫টি র‍্যাপিড কোয়ান্টিটেটিভ ও কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে এবং বাংলাদেশের দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর মানুষের উপর গুরুত্ব দিয়ে ২১টি রিসার্চ ব্রিফ তৈরি করেছে।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ নানান ডিসিপ্লিন থেকে আসা গবেষকরা যে সকল গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেন:

ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ
এথনোগ্রাফিক কেইস স্টাডিজ
ইকোনমিক ইভ্যালুয়েশন
ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন
কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ
প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন
কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ
কমিউনিটিভিত্তিক পার্টিসিপেটরি রিসার্চ
র‍্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল
সার্ভেলেন্স
প্রসেস ইভ্যালুয়েশন
ডেলিবারেটিভ ইন্টারভিউ
ফটো ও ভয়েস ন্যারেটিভ
জিওস্প্যাশিয়াল এক্সপেরিমেন্টাল মেথড
ডিজিটাল এথনোগ্রাফি
পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ
ভিজ্যুয়াল ডাইরি

উদীয়মান ও জটিল জাতীয় ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বাধা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ বর্তমানে নানান অত্যাধুনিক এবং কাটিং-এইজ গবেষণা পরিচালনা করছে যার মধ্যে রয়েছে উদীয়মান সংক্রামক রোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ, এনার্জি, হেলথ ইনফরম্যাটিক্স, মানসিক স্বাস্থ্য, অভিবাসন, প্যাসিভ কুলিং, জেনেটিক এপিডেমিওলজি, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ক্লিনিক্যাল গবেষণা।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ **বাংলাদেশ সরকার, ব্র্যাক ও অন্যান্য সেবাদানকারী সংস্থা, প্রধান প্রধান স্টেকহোল্ডার এবং সুশীল সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে**। এছাড়া, ২০০৬ সাল থেকে **বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ** (BHW) নামের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার সিভিল সোসাইটি অ্যাডভোকেসি ও মনিটরিং নেটওয়ার্কের সেক্রেটারিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। এসকল পার্টনারশিপ এবং সেক্রেটারিয়েট হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রেখে চলেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ।

গবেষণার পাঁচটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস (CGSRHR)

লিড: অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশীদ, ডিন এবং পরিচালক, CGSRHR

২০০৮ সালে চালু হওয়া এই কেন্দ্র গবেষণা, অ্যাডভোকেসি ও দক্ষতা তৈরির মধ্য দিয়ে জেন্ডার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR) বিষয়ে ধারণা ও সচেতনতা বাড়াতে কাজ করছে এবং সামাজিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে নলেজ ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফলকে মানুষের কাছে সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরছে।

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (CoE-HS&UHC)

লিড: অধ্যাপক সৈয়দ মাসুদ আহমেদ, পরিচালক CoE-HS&UHC

২০১২ সালে চালু হওয়া এই কেন্দ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ইন্টারভেশনের জায়গাগুলো সনাক্ত করা এবং বিদ্যমান ইন্টারভেশনগুলো আরও উন্নত করার উপর গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যাতে করে প্রধান প্রধান স্টেকহোল্ডারদের এসকল বিষয়ে অবহিত করা যায়। গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সার্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ, স্বাস্থ্যের সমতা ও স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক, হিউম্যান রিসোর্সের ফর হেলথ (HRH) এবং ফার্মাসিউটিক্যাল R&D।

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর আর্বান ইকুইটি অ্যান্ড হেলথ (CUEH)

লিড: অধ্যাপক জাহিদুল কাইয়ুম, যুগ্ম পরিচালক, CUEH এবং সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ তানভীর হাসান, যুগ্ম পরিচালক, CUEH

২০১৩ সালে চালু হওয়া এই কেন্দ্র দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী নাগরিকদের সমতা নিশ্চিত করতে নাগরিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিদ্যমান বাধা ও প্রতিকূলতা নিয়ে কাজ করে। গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, অভিবাসন, স্বাস্থ্যব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ, নাগরিক স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা, পরিষেবা সরবরাহের মডেলগুলোতে উদ্ভাবন, সমতামূলক স্বাস্থ্যকর শহর নির্মাণের জন্য স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা ইত্যাদি।

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর সায়েন্স অব ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড স্কেল-আপ (CoE-SISU)

লিড: সহকারী অধ্যাপক মৃত্তিকা বড়ুয়া, উপ-পরিচালক, CoE-SISU

২০১৬ সালে চালু হওয়া এই কেন্দ্রের লক্ষ্য গবেষণা ও চর্চার মধ্যে এমনভাবে সংযোগ তৈরি করা যাতে বাস্তবায়নকারী, গবেষক এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার হয় এবং এর ফলে স্বাস্থ্যনীতি, কর্মসূচি ও অনুশীলনের বাস্তবায়ন এবং স্কেল-আপ ত্বরান্বিত করা যায়। গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মাতৃ, নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধীত্ব, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, টিকাদান, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসন।

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেস অ্যান্ড নিউট্রিশন (CNCDN)

লিড: অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা, পরিচালক, CNCDN
২০১৭ সালে চালু হওয়া এই গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলোতে অসংক্রামক রোগ (NCD) এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নির্দেশিকা, পলিসি, পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং তৈরি করে চলেছে। গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অসংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, ক্লিনিক্যাল ও পপুলেশন সেটিং-এর প্রচলিত চর্চা ইত্যাদি।

চারটি রিসার্চ ও পলিসি হাব

হিউম্যানিটেরিয়ান হাব

লিড: অধ্যাপক কাওসার আফসানা
২০১৮ সাল থেকে স্কুলে শুরু হওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষদের নিয়ে গবেষণার ধারাবাহিকতায় **২০২১ সালে** হিউম্যানিটেরিয়ান হাবের যাত্রা শুরু হয়। এই হাবটি মূলত স্কুলের পাঁচটি গবেষণা কেন্দ্রের সাথে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করে থাকে। মিয়ানমারের বিতাড়িত নাগরিক এবং বাংলাদেশী হোস্ট কমিউনিটির সদস্যদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর মধ্যে যে বাধাগুলো আছে, সেগুলো থেকে উত্তরণের পথ ও অন্যান্য প্রতিকূলতা চিহ্নিত করতে হিউম্যানিটেরিয়ান হাব বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

হাব ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ (CCEH)

ফোকাল: মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, পিএইচডি, সহযোগী অধ্যাপক
২০২৩ সালে চালু হওয়া হাবটির লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় শিক্ষাদান, প্রকল্প পরিকল্পনা এবং গবেষণা বিষয়ক সহায়তা প্রদান করা।

হাব ফর এভিডেন্স ইন পাবলিক পলিসি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস (HEPP)

ফোকাল: ডক্টর আতাউর রহমান, পরিচালক, সেন্টার ফর প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট
২০২৩ সালে চালু হওয়া হাবটির লক্ষ্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ক অনুশীলন এবং নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।

হাব ফর কোয়ালিটেটিভ ইনকোয়্যারি (Qualinq)

ফোকাল: মৃত্তিকা বড়ুয়া, পিএইচডি, সহকারী অধ্যাপক এবং উপ-পরিচালক, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর সায়েন্স অব ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড স্কেল-আপ এবং **বর্ণালী চক্রবর্তী**, **পিএইচডি,** সহযোগী বিজ্ঞানী
২০২৩ সালে চালু হওয়া হাবটির লক্ষ্য কোয়ালিটেটিভ গবেষণায় জুনিয়র ও মিড-লেভেল গবেষক এবং উন্নয়নকর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে কাজ করা।

গবেষণা কেন্দ্র ও হাবগুলো সম্পর্কে আরও জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নির্বাচিত গবেষণা-প্রভাব:
বাংলাদেশ সরকারের সাথে একত্রে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MoHFW), টিকাদান সংক্রান্ত সম্প্রসারিত কর্মসূচি (EPI), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর। সরকারের সহযোগী হিসেবে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ কার্যকর স্বাস্থ্যনীতি বিকাশ ও বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যশিক্ষা ও গবেষণা সরবরাহ এবং নীতিমালা ও কর্মসূচি তৈরিতে অবদান রাখে।

দেশের প্রথম মডেল ফার্মেসি এবং ড্রাগশপ ইনিশিয়েটিভ

- অ্যাক্রেডিটেড ড্রাগ সেলার (ADS) প্রকল্পের বাংলাদেশ ফার্মেসি মডেল ইনিশিয়েটিভ (BPMI) প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) এবং ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স ফর হেলথের (MSH) সহযোগিতায় বেসরকারি খাতের ওষুধের দোকানগুলিকে ম্যাপ করার জন্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল।
- তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে **একটি মডেল ফার্মেসি ও ড্রাগ শপের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে দেশের সমস্ত জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।**

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া

- ২০২০ সালের বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কম এবং অতিরিক্ত পুষ্টির উপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছিল যেখানে **ছয়টি বয়সন্ধিকালীন ইন্টারভেনশনের কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস করা হয়েছিল।**
- সরকার, নীতিনির্ধারক এবং প্রোগ্রাম পরিচালকদের নিয়ে **তিনটি পলিসি ডায়ালগ** আয়োজন করা হয়েছিল।
- নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে **পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে গবেষণার ফলাফল পাঠানো হয়েছিল।**

বাংলাদেশের বিভাগীয় হাসপাতালে ট্রমা রেজিস্ট্রি (TR) এবং ট্রমা সিস্টেমস ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (TSIP) বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণা

- ২০২১-২০২২ সালে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ বাংলাদেশে চারটি জেলায় প্রথমবারের মতো TR এবং TSIP নিয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি পরিচালনা করে। জেলাগুলো ছিল বগুড়া, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল এবং ঝিনাইদহ।
- বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সহযোগীতায় এই গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছিল।
- **এই গবেষণার ফলাফল সরকারকে দেশের বিভিন্ন স্থানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সম্প্রসারণ করতে সাহায্য করবে।**

সাউথ এশিয়া বায়োব্যাংক । অসংক্রামক রোগের সার্ভেলেন্স জোরদার করা (২০২১-২০২৩)

- এই গবেষণার মাধ্যমে হৃদরোগ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মাত্রা এবং ঝুঁকির কারণগুলো নির্ণয় করতে সারা বাংলাদেশে **৩০টি সার্ভেলেন্স সাইট** স্থাপন এবং ৩০,০০০ পর্যন্ত মানুষের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল।
- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায়** এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল

শহরাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের বেনিফিট প্রোগ্রামে ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস এবং ডিজাইন সাপোর্ট

- গবেষণাটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP) এবং লাইটক্যাসল পার্টনার্সের সহযোগিতায় পরিচালিত।
- গবেষণার লক্ষ্য ছিল **ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন** ও অর্থের ডিজিটাল সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক পরিস্থিতি, সুযোগ ও বাধাগুলো বুঝতে চেষ্টা করা এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা।

শিশুদের টিকাদানের ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ই-ট্র্যাকার সিস্টেমের সম্প্রসারণ

- ইউনিসেফের অর্থায়নে ২০২১-২০২২ সালে ঢাকা ও মৌলভীবাজার এলাকায় **শিশুদের টিকা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত অ্যাপভিত্তিক ই-ট্র্যাকার সিস্টেমের ডকুমেন্টেশনের** মাধ্যমে এই প্রকল্পের বাধা ও প্রতিকূলতা, প্রকল্পটি থেকে নেয়া শিক্ষা, সম্প্রসারণ বিষয়ক সমাধান এবং সাফল্যের গল্প তুলে আনা হয়েছিল।
- **প্রশিক্ষণ, রিসোর্স মোবিলাইজেশন, ফিল্ড মনিটরিং, ফিল্ড পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ এবং স্বাস্থ্য পরিচালকরা নতুন সিস্টেমকে কতখানি গ্রহণ করতে পারছেন** - এইসকল বিষয়গুলো এবং সুবিধাভোগীদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।

অসংক্রামক রোধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 'সমগ্র-সরকার' এবং 'সমগ্র-সমাজ'-এর অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে মডেল প্রণয়ন ও পরীক্ষণ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে **উপজেলা পর্যায়ে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের মাল্টিসেক্টরাল অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮-২০২৫ এর অংশ হিসেবে** গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে।
- দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক ল্যান্ডস্কেপ অ্যানালাইসিস সম্পন্ন হয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে এখন পর্যন্ত ৮৫টি কোয়ালিটেটিভ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্যকর্মী, সুশীল সমাজের সদস্য এবং উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের স্টেকহোল্ডাররা।

Pathways to Equitable Healthy Cities

- ওয়েলকাম ট্রাস্টের অর্থায়নে পরিচালিত এই মাল্টি-কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্পটি **পাঁচটি দেশের (বাংলাদেশ, কানাডা, ঘানা, যুক্তরাজ্য এবং চীন)** ছয়টি শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- প্রকল্পটির **লক্ষ্য হল বিভিন্ন নাগরিক পরিবেশে স্বাস্থ্যের প্রভাব সম্পর্কিত নীতিমালায় অবদান রাখা, স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা এবং দক্ষতা তৈরিতে অবদান রাখা এবং ঢাকা শহরের জন্য একটি বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো তৈরি করা।**

- ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা এবং বায়ু ও শব্দ দূষণের পরিকল্পনায় নারীদের অংশগ্রহণহীনতা মোকাবেলায় "**একটি সমতাপূর্ণ স্বাস্থ্যকর ঢাকা শহরের জন্য একত্রে জ্ঞানের সৃষ্টি**" শীর্ষক কিছু কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে নারীর জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের প্রতিবন্ধকতার কোয়ালিটেটিভ মূল্যায়ন (CRVS)

- **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে এবং সিঙ্গাপুরের Vital Stragegies এর সহযোগিতায় পরিচালিত এই গবেষণা নারীদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে পাওয়া ধারণা বাংলাদেশে CRVS প্রোগ্রামের সার্বিক কর্মক্ষমতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।**

- এই গবেষণায় বাস্তবায়নকারী, নীতিনির্ধারক এবং কমিউনিটির সদস্যদের অভিজ্ঞতা এবং ধারণা বোঝার জন্য কাজ করা হয়েছে।

- গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ সিভিল রেজিস্ট্রেশন কর্মীদের প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জেন্ডার-কেন্দ্রিক একটি মডিউল তৈরি করছে।

Transforming Households with Refraction and Innovative Financial Technology (THRIFT)

- **সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অধিদপ্তরের সহযোগিতায়** পরিচালিত এই গবেষণার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের **দরিদ্র, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিধবাদের ভাতা** পাওয়ার পথ ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজতর করা এবং তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করা।

- এই গবেষণায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং ব্যাংকিংয়ের জন্য বিকাশ অ্যাপের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব অর্থ পরিচালনা করার স্বাধীনতা উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে, যেটি বাংলাদেশের ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার ১১টি দেশে কাজ করছে।

বিগত পাঁচ বছরে ৫৫টির বেশি গবেষণায় একসাথে কাজ করে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রকল্পে অবদান রেখেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ।

ARISE | Accountability and Responsiveness in Informal Settlements for Equity

- গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস রিসার্চ ফান্ড, ইউকে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশনের (UKRI) অর্থায়নে **আফ্রিকা, এশিয়া এবং যুক্তরাজ্যের চারটি দেশে** এই মাল্টি-কনসোর্টিয়ামটি পরিচালিত হচ্ছে।
- প্রকল্পটি **বাংলাদেশে ব্র্যাকের আর্বান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (UDP) সহযোগিতায়** পরিচালিত হচ্ছে।
- **ঢাকায় তিনটি নাগরিক বস্তি এবং খুলনা ও সাতক্ষীরায় দুইটি জলবায়ু-প্রভাবিত বস্তিতে কাজ করা হয়।**
- যৌথভাবে কমিউনিটিভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক গবেষণা এবং GIS ম্যাপিং পরিচালনা করা হয়।
- **কমিউনিটিতে বসবাসকারী ছয়জন সহ-গবেষকের সাথে একত্রে জ্ঞানের সৃষ্টি** এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হয়।
- **তিনটি আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মশালা এবং স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বৃহৎ পরিসরে দুইটি অনুষ্ঠান** আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে নাগরিক বস্তিবাসীদের সেবা ও ইন্টারভেনশনের উপর গবেষণালব্ধ তথ্যাদি তুলে ধরা হয়।
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে **কমিউনিটির সদস্য, ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মী, ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সরকারি সংস্থা যেমন WASA, LGED, আর্বান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট** (UPHCSDP) এবং অন্যান্য এনজিও।

বাংলাদেশে মহামারি ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি মূল্যায়ন

ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ডের (UNFPA) অর্থায়নে **বাংলাদেশে মহামারি ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি** মূল্যায়ন করার জন্য ব্র্যাকের সাথে যৌথভাবে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা (মহামারিকালীন সময়ে রেডজোন হিসেবে ঘোষণাকৃত) এবং দুর্গম এলাকা হিসেবে কক্সবাজারে প্রকল্পটির কাজ চলছে। প্রকল্পটি কক্সবাজারে ব্র্যাকের কমিনিউনিটি সাপোর্ট টিম (CST) প্রকল্পের দেয়া ইন্টারভেনশনের উপর সম্প্রতি শেষ হওয়া মূল্যায়নের সম্প্রসারণ হিসেবে নেয়া হয়েছে।

Journey towards Mobile Financial Services (MFS): The BRAC Community Health Worker (CHW) experience

- গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং হার্ভার্ড টি.এইচ. চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথের সহযোগিতায় পরিচালিত।
- **ব্র্যাকের এই প্রকল্পটির নগদ অর্থ থেকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে আসার এবং সম্প্রসারণ ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে।**
- টাইম-কস্ট এফিসিয়েন্সি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং নারীর ক্ষমতায়নকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কারদের অভিজ্ঞতা তুলে আনতে গবেষণা করা হয়েছে।

প্রভাব মূল্যায়ন: স্টে সেইফ অনলাইন প্রজেক্ট

- **ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামের (BEP) এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট সেফটি সম্পর্কে ধারণা দেয়া।** ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্র্যাক **জেপিজিএসপিএইচের গবেষকরা এই প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রসেস ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করেছেন।**
- কোয়ান্টিটেটিভ গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্পের শুরুতে ও প্রকল্পের শেষে ৩২৯ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল।
- কোয়ালিটেটিভ উপাদানের অংশ হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ৩১টি ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিল।
- মূল তথ্যদাতা (KI) হিসেবে BEP কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং সরকারী কর্মকর্তাদের আটটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল এবং গবেষণার শুরু এবং শেষে শিক্ষক, অভিভাবক এবং কমিউনিটির সাথে ১০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছিল।

শৈশবে শিশুদের প্রাথমিক বিকাশের জন্য বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরে হিউম্যানিটেরিয়ান প্লে ল্যাব (HPL)

হিউম্যানিটারিয়ান প্লে ল্যাব (HPL) শূন্য থেকে ছয় বছর বয়সী রোহিঙ্গা শিশু ও তাদের পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি খেলা-ভিত্তিক শেখার এবং নিরাময়ের মডেল। ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলেপমেন্ট (BIED) এবং ব্র্যাক হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ২০১৯ সাল থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত পাঁচ বছরে HPL প্রকল্পের জন্য ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ **৯টি প্রসেস ডকুমেন্টেশন এবং কোয়ালিটেটিভ গবেষণা সম্পন্ন** করেছে। গবেষণার ভিত্তিতে দেয়া পরামর্শগুলো ব্র্যাক আইইডি তাদের বিভিন্ন কর্মসূচির উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়েছে।

নির্বাচিত গবেষণা-প্রভাব: পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী

কাঠামোগতভাবে অবদমিত নারী ও মেয়েরা

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচে বরাবরই নারী এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার উপর জোর দেয়া হয়। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, ঋতুস্রাব, মাতৃত্বকালীন এবং নবজাতকের পুষ্টি, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, সাইবার সিকিউরিটি এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

কিশোরীদের নিয়ে গবেষণা

- অস্ট্রেলিয়ার বার্নেট ইনস্টিটিউটের সাথে মিলে কিশোরী মেয়েদের ঋতুস্রাব সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে গবেষণা (২০২২ - ২০২৫)
- সময়ের সাথে সাথে মেয়েদের শিক্ষা, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর মাসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব পরিমাপ করা এই গবেষণার লক্ষ্য।

আদিবাসী নারী

- ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের (WFP) সাথে মিলে আদিবাসী নারীদের ডিজিটাল অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে (২০২২)
- CREA এর সাথে মিলে অনলাইন এবং পাবলিক স্পেসে আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণ দৃশ্যমান করার জন্য কাজ করা হয়েছে (২০২২)।

মানব পাচারের শিকার

- যৌন নিপীড়নের উদ্দেশ্যে আন্তঃসীমান্ত মানবপাচার ব্যাহত করতে প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং প্রসিকিউশনের মাধ্যমে ভূমিকা রেখেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ (২০২০-২০২২)। চিলড্রেন'স ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ফাউন্ডেশনের (CIFF) সহযোগিতায় এই গবেষণা প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছিল।

জেন্ডার-ডাইভার্স কমিউনিটি

জেন্ডার-ডাইভার্স কমিউনিটির ক্ষমতায়নে অবদান রাখা এবং তাদের কণ্ঠস্বরকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে।

- জেন্ডার-ডাইভার্স কমিউনিটির অধিকার আদায়ের দাবিতে গড়ে তোলা আন্দোলনগুলো Share-Net ইন্টারন্যাশনালের সাথে মিলে ডকুমেন্টেশন করা হয়েছিল (২০১৭ ও ২০২২)।
- CREA থেকে ২০২০ সালে ছয়জন জেন্ডার-ডাইভার্স ব্যক্তিকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।
- জেন্ডার-ডাইভার্স ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বরকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে CREA এর সহযোগিতায় 'আর্ট ফর অ্যাডভোকেসি' উদ্যোগের আয়োজন করা হয় (২০২২)।

Persons with disabilities (PWD)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SGD) অর্জন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশনের (CRPD) পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PWDs) চাহিদা ও অধিকার নিয়ে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ বেশ কিছু গবেষণা পরিচালনা করেছে।

- যুক্তরাজ্যের Sightsavers এর সাথে মিলে প্রতিবন্ধী যুবকদের উপর গবেষণা পরিচালনা করার জন্য কমিউনিটি গবেষকদের সাথে একত্রে জ্ঞানের সৃষ্টি করা হয়েছে। **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীকে এই গবেষণার ফলাফল দেখানো হয়েছে** (২০২২)।
- নরসিংদী, তারাস এবং সিরাজগঞ্জে স্কুল বন্ধ থাকাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কে Leonard Cheshire এর সহযোগিতায় গবেষণা পরিচালিত হয়েছে (২০২২)।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PWD) যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায়** গবেষণা পরিচালিত হয়েছে (২০২০ থেকে ২০২২)।

অন্যান্য গবেষণা-প্রভাব: একত্রে জ্ঞানের সৃষ্টি

Community-led Responsive and Effective Urban Health Systems (CHORUS)

- CHORUS হলো যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের (FCDO) অর্থায়নে পরিচালিত একটি মাল্টি-কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্প। **বাংলাদেশ, নেপাল, ঘানা এবং নাইজেরিয়া - এই চারটি দেশে** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। **ন্যায়সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে নাগরিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য।**
- নাগরিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিনির্ধারক এবং স্বাস্থ্যসেবা দানকারীদের ধারনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরামর্শ জানার উদ্দেশ্যে ২০২২ সালে বেশ কিছু কনসাল্টেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল
- ২০২২ সালে ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ, কোয়াজি-এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ মেথড, R ব্যবহার করে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা অ্যানালাইসিস করা, জেন্ডার ও ইন্টারসেকশনালিটি এবং স্বাস্থ্য সুবিধা মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর বেশ কিছু ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রযুক্তিগত সমাধানের সাহায্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং হোস্ট কমিউনিটিতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

IDRC এর অর্থায়নে পরিচালিত এই গবেষণার প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল-

- রোহিঙ্গা এবং হোস্ট কমিউনিটির মানুষকে প্রোটোকল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য কার্যকরী সেবাসমূহ অডিট করা
- **Dimagi এর কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং অ্যাপের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগের মাধ্যমে** রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং আশেপাশের হোস্ট কমিউনিটির মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো সনাক্ত করা
- **কোভিড-১৯ এর জন্য Dimagi এর CommCare MNCH অ্যাপকে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করে** রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং হোস্ট কমিউনিটিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অ্যাপটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন
- ব্র্যাক হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের (HCMP) সহযোগিতায় সামনাসামনি ও অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্র্যাকের মিডওয়াইফ এবং কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কারদের (CHW) দক্ষতা বৃদ্ধি করা

পার্টিসিপেটরি হেলথ রিসার্চ মেথডের টুলকিট

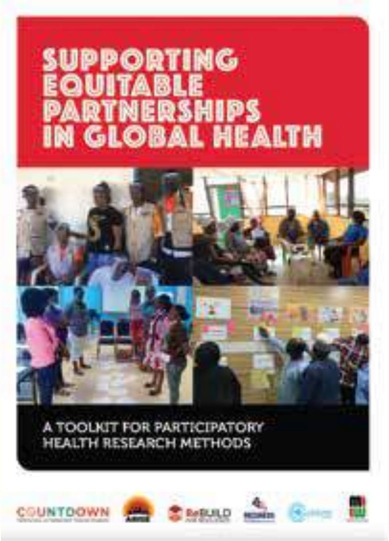

২০২১ সালে কনসোর্টিয়াম পার্টনারদের সাথে সম্মিলিতভাবে **পার্টিসিপেটোরি হেলথ রিসার্চ মেথডের টুলকিট** তৈরিতে অবদান রেখেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের ARISE প্রকল্প। এই প্রকল্পের সহযোগীদের মধ্যে রয়েছে লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (LSTM), **যুক্তরাজ্য**; ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (IDS), **যুক্তরাজ্য**; ইনস্টিটিউট অব হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিইং, ইউনিভার্সিটি অফ গ্লাসগো, **যুক্তরাজ্য**; স্লাম অ্যান্ড শ্যাক ডুয়েলার্স ইন্টারন্যাশনাল (SDI); জর্জ ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল হেলথ, **ভারত**; কলেজ অব মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেস (COMAHS), **সিয়েরা লিওন**; আরবান রিসার্চ সেন্টার (SLURC), এনজালা ইউনিভার্সিটি, **সিয়েরা লিয়ন**; লিভারপুল VCT হেলথ (LVCT), **কেনিয়া**; আফ্রিকান পপুলেশন অ্যান্ড হেলথ রিসার্চ সেন্টার (APHRC), **কেনিয়া**।

কমিউনিটিভিত্তিক পার্টিসিপেটরি রিসার্চ করছেন, এমন গবেষকদের এই টুলকিটটি ধাপে ধাপে কাজ করার নির্দেশনা দেয় যাতে তারা কমিউনিটির সাথে নৈতিকতা বজায় রেখে অর্থবহ কাজ করতে পারেন।

ডিজিটাল হেলথ অ্যান্ড রাইটস – পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ

ডিজিটাল হেলথ অ্যান্ড রাইটস অ্যাডভাইজরি গ্রুপ নৃতত্ত্ববিদ, মানবাধিকার আইনজীবী এবং সুশীল সমাজের সদস্যদের গ্লোবাল নেটওয়ার্কের একটি কনসোর্টিয়াম। এটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, প্রতিফলন, বিশ্লেষণ এবং নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ততার উপর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ মেথডে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। কেনিয়া, ঘানা, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং কলম্বিয়াতে HIV, TB, কোভিড-১৯ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে প্রকল্পটি কাজ করে।

বাংলাদেশের কান্ট্রি পার্টনার হিসেবে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং গবেষকরা বিভিন্ন ডিজিটাল টুলের বাস্তবায়নের জন্য কোন আইনি ও নীতি কাঠামো ব্যবহার করা হয়, কীভাবে সেগুলো পরিচালিত হয়, কীভাবে মানবাধিকার সংক্রান্ত উদ্বেগগুলোকে মোকাবেলা করা হয় এবং যুব ও সুশীল সমাজ কতখানি সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এসকল বিষয় মূল্যায়নের জন্য কাজ করে। গ্রুপটির অন্যতম লক্ষ্যের একটি হলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক সুপারিশ উত্থাপনের মাধ্যমে ট্রান্সন্যাশনাল তরুন অ্যাক্টিভিস্টদের নেটওয়ার্কগুলোকে ক্ষমতায়ন করা।

গ্লোবাল হেলথ সেন্টার, গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউট, জেনেভার এই প্রকল্পে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের পাশাপাশি সহযোগী হিসেবে আছে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব পিপল লিভিং উইথ HIV (GNP+), কেনিয়া ইথিক্যাল অ্যান্ড লিগ্যাল ইস্যুজ নেটওয়ার্ক অন HIV & AIDS (KELIN), STOPAIDS, UK, সেন্টার ফর সাস্টেনেইনেবল হেলথকেয়ার এডুকেশন অ্যাট ইউনিভার্সিটি অব অসলো এবং ইউনিভার্সিদাদ দে লস আন্ডেস, কলম্বিয়া। **প্রকল্পটির অর্থায়নে রয়েছে ফাউন্ডেশন বটনার এবং ওপেন সোসাইটি ইউনিভার্সিটি নেটওয়ার্ক (OSUN)।**

আন্তর্জাতিক পিয়ার-রিভিউড গবেষণা প্রকাশনা

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা

৮৪০+ ২০০৪ সাল থেকে এ যাবত পিয়ার-রিভিউড প্রকাশনা

২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত **৮৬+** পিয়ার-রিভিউড প্রকাশনা

২০০৪ সালের শেষের দিকে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৮৪০টির বেশি বুক চ্যাপ্টার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে

নির্বাচিত প্রকাশনা

A Social Cure for COVID-19: Importance of Networks in Combatting Socio- Economic and Emotional Health Challenges in Informal Settlements in Dhaka, Bangladesh

Authors: **Selima Sara Kabir, Amal Chowdhury,** Julia Smith, Rosemary Morgan, Clare Wenham and **Sabina Faiz Rashid**

Published: 24 February 2023 in **Social Sciences**

Scan the code to access

Factors affecting motivation of close-to-community sexual and reproductive health workers in low-income urban settlements in Bangladesh: A qualitative study

Authors: Ilias Mahmud, Sumona Siddiqua, Irin Akhter, **Malabika Sarker,** Sally Theobald, **Sabina Faiz Rashid**

Published: 13 January 2023 in **PLOS One**

Scan the code to access

Amplifying Resilient Communities: Identifying Resilient Community Practices to Better Inform Health System Design

Authors: Romit Raj, Babitha George, Cristin Marona, Rebecca West, Anabel Gomez, Tracy Pilar Johnson, Aditya Prakash, Sunny Sharma, Ayushi Biyani, **Mrittika Barua,** Cal Bruns

Published: 29 December 2022 in **Ethnographic Praxis In Industry Conference**

Scan the code to access

Assessment of Public-Private Partnership (PPP) Models in Health Systems in Least Developed, Low Income and Lower-Middle-Income Countries and Territories: A Protocol for a Systematic Review

Scan the code to access

Authors: **Baby Naznin, Zahidul Quayyum, Jannatun Tajree,** Deepa Barua, Maisha Ahsan, Faisal Kabir, Deepak Joshi, Sampurna Kakchapati, Florence Sibeudu, Juliana Onuh, Chukwuedozie Ajaero, Chinyere Okeke, Prince Agwu, Pamela Adaobi Ogbozor, Abena Engmann, Bassey Ebenso, Su Golder, Aishwarya Vidyasagaran, Helen Elsey

Published: 29 September 2022 in **Health Care: Current Reviews**

Effects of prenatal nutritional supplements on gestational weight gain in low- and middle-income countries: a meta-analysis of individual participant data

Scan the code to access

Authors: Enju Liu, Dongqing Wang, Anne Marie Darling, Nandita Perumal, Molin Wang, Tahmeed Ahmed, Parul Christian, Kathryn G. Dewey, Gilberto Kac, Stephen Kennedy, Vishak Subramoney, Brittany Briggs, Wafaie W. Fawzi, and members of the GWG Pooling Project Consortium* (**Abu Ahmed Shamim** and Malay Kanti Mridha from the School)

Published: 21 August 2022 in **The American Journal of Clinical Nutrition**

Viral Loads:

Anthropologies of urgency in the time of COVID-19

বাংলাদেশ এবং কলম্বিয়ায় ডিজিটাল স্বাস্থ্য ও অধিকার

জেনেভার গ্লোবাল হেলথ সেন্টার, গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত এই ইন্সেপশন পেপারে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের গবেষকরা অবদান রেখেছেন এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। **গবেষক: ফারজানা মিশা, সৈয়দ হাসান ইমতিয়াজ, আফ্রিদা ফাইজা এবং সাবিনা ফায়েজ রশীদ।**

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের অথর সাইটেশন

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের গবেষকরা আন্তর্জাতিক জার্নালে বিশাল সংখ্যক পিয়ার-রিভিউড আর্টিকেলের লেখক ও সহ-লেখক। বিগত পাঁচ বছরে আমাদের ফ্যাকাল্টি সদস্যদের প্রকাশিত আর্টিকেলগুলো ৭৯,০০০ বারেরও বেশি উদ্ধৃত হয়েছে।

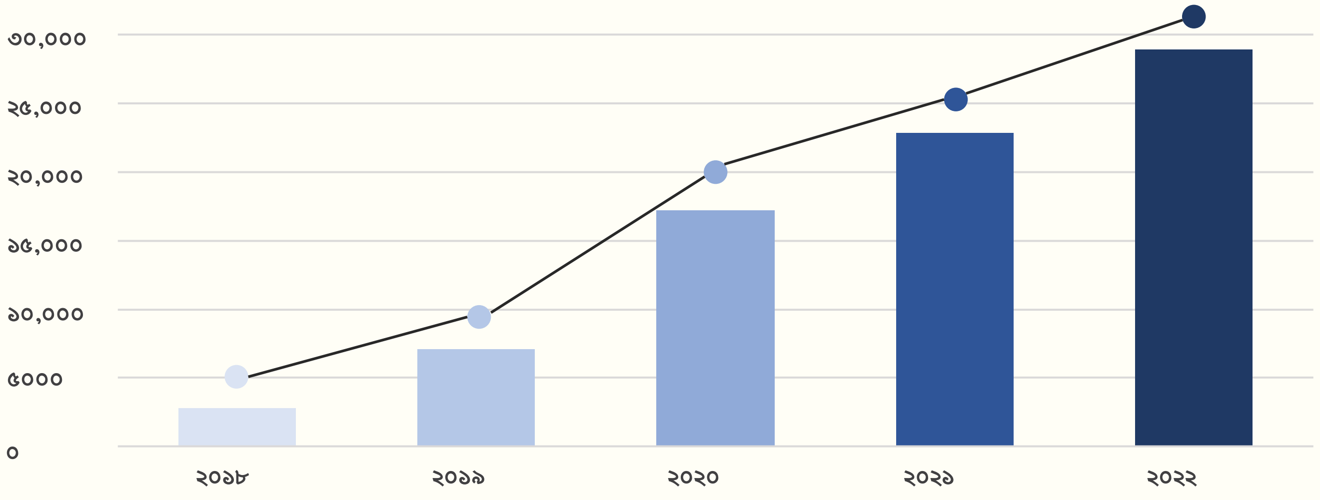

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিমালা, প্রকল্প ও অনুশীলনে অবদান

গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ব্র্যাক ও বাংলাদেশ সরকারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে **৩০০+** সক্রিয় সম্পৃক্ততা	২০২০ সালে থেকে এ পর্যন্ত **২৪৪+** নিউজ আর্টিকেল ও ব্লগ প্রকাশিত হয়েছে	বিভিন্ন থিমে **৫৫+** ওয়েবিনার আয়োজিত হয়েছে

নির্বাচিত সম্পৃক্ততা

নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নেদারল্যান্ডসের গ্রনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে আয়োজিত এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়নে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং জ্ঞানের আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করা। ২০২২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৬৫ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন (জানুয়ারি ২০২২)

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কোভিড-১৯ মহামারির আলোকে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রয়োগ

১৮টি দেশের ৩১ জন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

২০২২ সালের ১৯-২১ জানুয়ারি ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ এবং বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ (BHW) যৌথভাবে এই ভার্চুয়াল সম্মেলন আয়োজন করে। কোভিড-১৯ মহামারির সাথে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার পথে যে গুরুতর ঘাটতিগুলো রয়েছে, বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে যে সুযোগ ও বাধাসমূহ আছে, সেসব নিয়ে আলোচনা করতে সারা বিশ্ব থেকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

কোভিড-১৯ গবেষণা সম্পর্কে আরও জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

3-D কমিশন: স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

রকাফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত 3-D কমিশন গ্লোবাল বোর্ডের সদস্য হিসাবে অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশীদ ২০২২ সালে "Data, social determinants, and better decision-making for health" নামের প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন। তিনি স্বাস্থ্যের নির্ধারক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আরও উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংলাপে প্রেজেন্ট করেছেন।

হেলথ ক্যাম্পেইন ইফেক্টিভনেস (HCE) অনলাইন প্ল্যাটফর্ম

বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ২০২১-২০২২ সালে **বাংলাদেশে ইমিউনাইজেশন বিষয়ক ইন্টিগ্রেশন ক্যাম্পেইনের উপর একটি রেট্রোস্পেক্টিভ গবেষণা** পরিচালনা করেছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ২০২২ সালে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে যেটি প্রক্রিয়া ও নীতিমালা তৈরিতে প্রমাণলব্ধ দিকনির্দেশনা দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ক্যাম্পেইনকে উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে।

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে 'সমগ্র-সরকার এবং 'সমগ্র-সমাজ' পদ্ধতির উপজেলাভিত্তিক ইন্টারভেনশন মডেলের উপর কনসাল্টেশন কর্মশালা

অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা এবং তার দল ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় একটি **কনসাল্টেশন কর্মশালা** আয়োজন করেন। **উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের ৩৬ জন সদস্য** এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

পরিবর্তনের জন্য প্রান্তিক কণ্ঠের ক্ষমতায়ন

নির্বাচিত কার্যক্রম

২০২২ সালে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক চলচ্চিত্র উৎসবের সাথে পার্টনারশিপ

এই উৎসবে **ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশে নির্মিত** লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, সহিংসতা, ট্রান্সফোবিয়া এবং জেন্ডার দ্বৈততা পরিবর্তন নিয়ে **১৩টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শর্টফিল্ম, তথ্যচিত্র এবং ফিচার ফিল্ম** দেখানো হয়। ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের সহযোগিতায় উৎসবটি সম্পন্ন হয়।

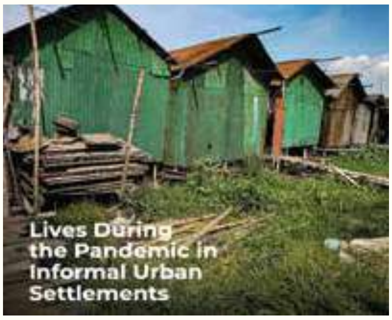

ফটো ন্যারেটিভ বই: 'Lives During the Pandemic in Informal Urban Settlement'

প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, নারী গৃহকর্ত্রী, অলিখিত শ্রমিক ইত্যাদি প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, এমন ১২ জন মানুষের গল্প নিয়ে ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UDP) এবং ব্র্যাক জেপিজি স্কুল অব পাবলিক হেলথের ARISE টিম ২০২২ সালে বইটি প্রস্তুত করে।

Scan to read

জেন্ডার-ডাইভার্স কমিউনিটির সাথে শিল্প প্রদর্শনী: 'Osmosis Between Realities'

চিত্রকর্ম, পারফরম্যান্স আর্ট এবং আর্ট ইন্সটলেশনের মধ্য দিয়ে জেন্ডার-ডাইভার্স মানুষের সংগ্রাম, বাধা এবং চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছিল ২০২২ সালে আয়োজিত এই প্রদর্শনী। বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ ও জেন্ডার অধিকার নিয়ে কাজ করা অ্যাক্টিভিস্টরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি

নির্বাচিত কার্যক্রম

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) বিষয়ক শিক্ষামূলক ভিডিও

২০২২ সালে বাল্যবিবাহ, গর্ভাবস্থা, বন্ধ্যাত্ব, পরিবার পরিকল্পনা, বয়ঃসন্ধি, যৌন হয়রানি, মাসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর ১০টি ভিডিও তৈরি করা হয়েছিল।

Scan to watch

Not Fair Enough: Discrimination Based on Skin Colour

২০২১ সালের জুনে বাংলাদেশে কালারিজম বা বর্ণবাদের বাস্তবতা নিয়ে এই ভিডিওটি নির্মিত হয়েছিল।

Scan to watch

Respecting Boundaries: Understanding Consent

SRHR এর প্রেক্ষাপটে সম্মতি এবং পছন্দের বিষয়ে তরুণদের মধ্যে জ্ঞান এবং ধারণাগত স্পষ্টতা বাড়াতে ২০২১ সালে ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছিল।

Scan to watch

এই উপকরণগুলো আমাদের সমস্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ওয়েবসাইটে সহজলভ্য রয়েছে।

এসকল কার্যক্রম সম্পর্কে আরও জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

প্রশিক্ষণ । পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি

সেন্টার ফর প্রফেশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট (CPSD) স্কুলের পাঁচটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স এবং চারটি রিসার্চ ও পলিসি হাবের গবেষণা ও কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে পেশাজীবীদের শেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কাজ করে যাচ্ছে।

২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রয়োজনীয় পেশাদার দক্ষতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। এই কেন্দ্রটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিকূলতা মোকাবেলায় বাস্তবধর্মী ও সমাধানভিত্তিক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত থাকে।

২৭০+ পেশাগত দক্ষতাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত কোর্স

৩২৫+ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক

গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধি

কোয়ান্টিটেটিভ, কোয়ালিটেটিভ ও মিক্সড রিসার্চ পদ্ধতি, সিস্টেমেটিক রিভিউ, ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ এবং, স্ট্যাটিসটিক্যাল টুলস ব্যবহার করে ডেটা অ্যানালাইসিস

জনস্বাস্থ্যের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প পরিচালনা, মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন এবং প্রকল্পের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন

উদীয়মান জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান প্রধান সমস্যার সাথে পরিচিতি

নাগরিক স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টি ইত্যাদি

জেন্ডার-ডাইভার্সিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ এবং সেক্সুয়ালিটি সম্পর্কে সংবেদনশীলতা

এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং সংক্ষিপ্ত কোর্স করে বিভিন্ন পেশার মানুষ লাভবান হচ্ছেন, যার মধ্যে আছেন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক স্বাস্থ্যকর্মী, গবেষক, সরকারী কর্মকর্তা, ডাক্তার, পাবলিক অ্যাডভোকেট, শিক্ষাবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, নার্স, ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মী এবং এনজিও এবং আইএনজিও সেক্টরের বিশেষজ্ঞগণ।

৭৭০০+ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

নির্বাচিত প্রশিক্ষণ

STATA ব্যবহার করে বেসিক কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথড, ডেটা অ্যানালাইসিস এবং প্রতিবেদন লেখা

১০টি দেশের পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ডিভিশন (IMED) কর্মকর্তাদের জন্য "উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন" বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

২০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কর্মরত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় কোভিড-১৯ মহামারীকালে **৪০৯ জন পেশাজীবীকে** প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

ইমপ্লিমেন্টেশন সায়েন্সের উপর প্রশিক্ষণ

২০২২ সালের আগস্টে দুইটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) **১৫ জন কর্মকর্তা** অংশগ্রহণ করেছিলেন

কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের উপর প্রশিক্ষণ

২০২২ সালে দুইটি কর্মশালা পরিচালনা করেন ডক্টর শাহাদুজ্জামান, অধ্যাপক, মেডিকেল নৃবিজ্ঞান এবং গ্লোবাল হেলথ, ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স, যুক্তরাজ্য। **আইসিডিডিআরবি, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (PPRC) থেকে মোট ৩৯ জন পেশাজীবী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।**

ইমপ্লিমেন্টেশন সায়েন্সের উপর কোর্স (STRIPE প্রকল্প)

কোর্সটি পোলিও নির্মূল কর্মসূচি থেকে পাওয়া শিক্ষার উপর ভিত্তি করে এবং সিন্থেসিস অ্যান্ড ট্রান্সলেশন অব রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন্স ইন পোলিও ইর‍্যাডিকেশন (STRIPE) প্রকল্পের অংশ হিসাবে আয়োজিত হয়েছিল। **বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের (DGHS) ১১ জন কর্মকর্তা এই কোর্সে উপস্থিত ছিলেন।**

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আরও জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ (BHW)

২০০৬ সাল থেকে বিএইচডব্লিউর সেক্রেটারিয়েট হিসেবে আছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ

BHW একটি মাল্টি-স্টেকহোল্ডার সিভিল সোসাইটি অ্যাডভোকেসি ও মনিটরিং নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচির পর্যালোচনা এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ সুপারিশ করে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে নিবেদিত রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার অগ্রগতি মনিটর করে এবং স্বাস্থ্যখাতে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশের গণমানুষের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে BHW প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও অ্যাক্টিভিস্টদের নিয়ে গঠিত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ BHW এর নানান দায়িত্ব পালন করে থাকে। ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ থেকে অধ্যাপক সাবিনা ফায়েজ রশীদ এবং সৈয়দ মাসুদ আহমেদ BHW এর ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

নির্বাচিত কার্যক্রম

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সাফল্য উদযাপন করতে ২০২২ সালের এপ্রিলে BHW **‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের বিকাশ’** নামে একটি বই প্রকাশ করে। দেশ ও দেশের বাইরের মোট ১০১ জন লেখক বইটিতে অবদান রেখেছেন।

BHW **‘সিটিজেন’স ভয়েস’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করেছে, যেখানে নাগরিকরা স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর ৩৩৩-এ ফোন করে প্রশ্ন করতে পারেন যে কেউ। বাংলাদেশ সরকারের এটুআই প্রকল্পের সাথে যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করা হয়।

আটটি রিজিওনাল চ্যাপ্টারের জেলা স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম এবং জেলা স্বাস্থ্য অধিকার যুব ফোরামের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামো এবং স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করা।

দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ: চারটি রিজিওনাল চ্যাপ্টারে স্থানীয় সাংবাদিকদের জন্য BHW এবং জেলা স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম ২০২২ সালের জুন মাসে যৌথভাবে **‘কার্যকর স্বাস্থ্য প্রতিবেদন’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ** আয়োজন করে। জাতীয় গণমাধ্যমের ১২০ জন জেলা সংবাদদাতা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

চ্যাথাম হাউজ এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে BHW ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ ও **নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততার উপর গোলটেবিল বৈঠক** আয়োজন করে যেখানে আলোচনার মূল বিষয় ছিল প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে (PHC) অর্থায়নের সুযোগ, প্রতিকূলতা ও অগ্রাধিকার।

২০২২ সালের জুনে BHW এবং উন্নয়ন সমন্বয় যৌথভাবে ডেইলি স্টার প্রাঙ্গনে **প্রাক-বাজেট সংলাপের আয়োজন** করে। **জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাজেট বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা** নিয়ে এই সংলাপে আলোচনা হয়।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে **হেলথ বাজেট** নিয়ে BHW এবং উন্নয়ন সমন্বয় যৌথভাবে একটি **মতবিনিময় সভার আয়োজন** করে যেখানে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মোহাম্মদ মামুন-আল-রশীদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে BHW **'বাংলাদেশে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের (SRHR) উদীয়মান বাধাসমূহ'** শীর্ষক একটি সম্মেলনের আয়োজন করে যেখানে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজের সদস্য এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই বাধাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

ডিস্ট্রিক্ট হেলথ রাইটস ফোরামের (DHRF) মাধ্যমে **তৃণমূল সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক সমস্যাগুলো তুলে ধরে তাদের দাবি উত্থাপন** করার জন্য ২০২২ সালের নভেম্বরে BHW একটি অ্যাডভোকেসি বৈঠকের আয়োজন করে। স্থানীয় পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য অধিকার ফোরামের (HRF) তত্ত্বাবধায়ক এবং নীতিনির্ধারকরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

BHW বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সম্প্রসারণ নিয়ে উপাত্তভিত্তিক অ্যাডভোকেসির অংশ হিসেবে ২০২২ সালের আগস্টে **'রিভিউইং হেলথ সেক্টর অ্যালোকেশন (বাজেট ২০২২-২৩)'** নামের পলিসি ব্রিফ প্রকাশ করে। এই ব্রিফে প্রকাশিত ফলাফল ও পরামর্শগুলো স্বাস্থ্য বাজেটে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে নাগরিকদের স্বাস্থ্য ব্যয়ের বোঝা কমবে, তা বুঝতে নীতিনির্ধারকদের সাহায্য করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

২০২২ সালের মার্চে BHW থেকে **'COVID-19 in Bangladesh: The First Two Years and Looking Ahead'** নামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোভিড-১৯ মহামারির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের এই বিষয়ে জ্ঞান, মনোভাব ও চর্চা, ঝুঁকি পরিস্থিতিতে যোগাযোগ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সুশীল সমাজের নানান প্রতিক্রিয়া এবং প্রশাসনিক চিত্র এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশে হেলথ ওয়াচ সম্পর্কে আরও জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

ডোনার সাপোর্ট (বিগত তিন বছর)

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

anr agence nationale de la recherche

archive architecture for health

arrow

BANGLADESH HEALTH WATCH

খাদ্য মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

BILL & MELINDA GATES foundation

brac

brac ied

The British Academy

Burnet Institute
Medical Research. Practical Action.

CDC
Centers for Disease Control and Prevention

CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH
CEPR

CED centre for entrepreneurship development

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

Center for Evaluation and Development

crea

CIFF CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION

Enfants du Monde

European Commission

European Commission | Horizon 2020 European Union funding for Research & Innovation

European Commission DEVCO Academy

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

FAO FIAT PANIS

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

fhi solutions

The Fred Hollows Foundation

Foreign, Commonwealth & Development Office

gain
Global Alliance for Improved Nutrition

GCRF
Global Challenges Research Fund

GEORGETOWN UNIVERSITY

GDi

The Global Fund

Grand Challenges Canada®
Grands Défis Canada

GUTTMACHER INSTITUTE

NBER

HarvestPlus

HEALTHSERVE
healing, inspiring & bridging communities

IDRC · CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international
Canada

IFAD
Investing in rural people

IGC
International Growth Centre

Imperial College London

IRD Institut de Recherche pour le Développement FRANCE

IRI INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE
Advancing Democracy Worldwide

JICA

JiVitA

JOGL

Johns Hopkins University

Leonard Cheshire

London School of Hygiene & Tropical Medicine

LSE The London School of Economics and Political Science

nesta

NIH National Institutes of Health Turning Discovery Into Health

NIHR | National Institute for Health and Care Research

NSF

NUS National University of Singapore | Saw Swee Hock School of Public Health

Nuffic

NWO

ODI

open society university network

Private Enterprise Development in Low-Income Countries

r2hc Research for health in humanitarian crises | elrha

rfsu

RSTMH

Rutgers For sexual and reproductive health and rights

saMRC

Share-Net International The Knowledge Platform on Sexual and Reproductive Health & Rights

Sida

simprints every person counts

SPIDER

Stanford University

SSHRC CRSH Canada

The Task Force for Global Health

TWI Thurgauer Wirtschaftsinstitut an der Universität Konstanz

UKRI Arts and Humanities Research Council

UKRI Economic and Social Research Council

UKRI Medical Research Council

UKRI UK Research and Innovation

UNFPA

unicef for every child

Universität Heidelberg Zukunft seit 1386

Universität Zürich UZH

university of groningen

University of Leeds

Vital Strategies

WaterAid

wellcome

The World Bank IBRD · IDA | World Bank Group

WFP World Food Programme

World Health Organization

World Vision

zhaw

একনজরে ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ

২০০৪

একটি শীর্ষস্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের যাত্রা শুরু

২০০৬

এমপিএইচ প্রোগ্রামের প্রথম কোহোর্টের স্নাতকোত্তর সম্পন্ন

বাংলাদেশে হেলথ ওয়াচের (BHW) সেক্রেটারিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু

২০০৭

সেন্টার ফর প্রফেশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্টের (CPSD) যাত্রা শুরু

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষায় সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে শীর্ষ ছয়টি প্রতিষ্ঠানের একটি হিসেবে স্বীকৃতিলাভ

২০০৮

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটসের (CGSRHR) যাত্রা শুরু

২০১২

মিডওইয়াফারি বিষয়ক উচ্চশিক্ষার প্রথম বেসরকারি উদ্যোগ ডেভেলপিং মিডওয়াইভস প্রজেক্টের সূচনা

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজের (CoE-HS&UHC) যাত্রা শুরু

২০১৩

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর আর্বান ইকুইটি অ্যান্ড হেলথের (CUEH) যাত্রা শুরু

২০১৬

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর সায়েন্স অব ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড স্কেল-আপের (CoE-SISU) যাত্রা শুরু

২০১৭

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেজ অ্যান্ড নিউট্রিশনের (CNCDN) যাত্রা শুরু

২০১৮

জিই হেলথকেয়ার ও উইমেন ইন গ্লোবাল হেলথ থেকে ডিন এবং সহযোগী ডিনকে 'হিরোইনস অব হেলথ' সম্মাননা প্রদান

২০১৯

সাউথ-ইস্ট এশিয়া পাবলিক হেলথ এডুকেশন ইনস্টিটিউশন্স নেটওয়ার্কের (SEAPHEIN) পাবলিক হেলথ এডুকেশন লিডারশিপ পুরস্কার প্রাপ্তি

২০২১

হিউম্যানিটেরিয়ান হাবের যাত্রা শুরু

২০২৩

গবেষণা ও পলিসি সংক্রান্ত তিনটি হাবের সূচনা:

১. হাব ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ (CCEH)
২. হাব ফর এভিডেন্স ইন পাবলিক পলিসি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস (HEPP)
৩. হাব ফর কোয়ালিটেটিভ ইনকোয়্যারি (Qualinq)

BRAC James P Grant School of Public Health
6^{th}, 7^{th} & 9^{th} Floor, Medona Tower, 28 Mohakhali Commercial Area
Bir Uttom A K Khandakar Road, Dhaka – 1213, Bangladesh
Telephone: +880-2-48812213-18
Email: jpgsph.comms@bracu.ac.bd | **www.bracjpgsph.org**

/BRACJPGSPH

Access our newsletters and publications